ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 January 2022 ■ আগরতলা ২৫ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১১ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টিএসআর জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে ক্যাম্পগুলিতে ঝটিকা সফর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সৌহার্দ্যপূর্ণ মানসিকতা থাকলে কাজের উৎসাহ বাড়ে। বৈচিত্রের মধ্যে মিলনের অনন্য ভূমি ত্রিপুরায় দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা টিএসআর জওয়ানরা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এক উজ্জল নজির স্থাপন করেছে। এই বাহিনী ত্রিপুরার গর্ব। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর ও জিরানীয়া মহকুমায় টিএসআরের প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনীর চারটি ক্যাম্প পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। টিএসআর বাহিনীর আধিকারিক ও জওয়ানদের সাথে মত বিনিময়ে রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে টিএসআর বাহিনী যেমন সাফল্যের নজির রেখেছে, তেমনি তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়গুলিও সরকারের আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবেচনাধীন রয়েছে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত রাজ্যের গর্বের টিএসআর বাহিনীর জওয়ানদের মনোবল ও কাজের প্রতি স্পৃহা বাড়ানোর লক্ষ্যে আজ দুপুরে বিভিন্ন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন চারটি টিএসআর ক্যাম্প সরেজমিনে ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন টিএসআরের আধিকারিক এবং কর্মরত জওয়ানদের সাথে। জেনে নেন তাদের সমস্যা বা সুবিধা অসুবিধার কথা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রথমে অভিচরণস্থিত টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের আলফা কোম্পানির সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। সেসময় তাঁর সাথে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি ক্যারি মারাক, টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডেন্ট মানিক দাস, এসপি সিকিউরিটি বিজয় দেববর্মা সহ আরক্ষা দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। ক্যাম্পে গিয়ে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের থাকার ব্যারাক পরিদর্শন করেন। আধিকারিকগণের কাছ থেকে জেনে নেন জওয়ানদের নিত্য জীবনশৈলী। সরেজমিনে পরিদর্শন করে জওয়ানদের সুবিধার জন্য আরও কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে সেই নির্দেশ দেন উপস্থিত আধিকারিকদের। এছাড়া ক্যাম্পের ভেতর থাকা রেশন স্টোর ও রান্নাঘর ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাইনিং হলে গিয়ে জওয়ানদের খাবারের জন্য রাখা তরকারির গুণমান পরখ করে দেখেন। পরে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে আয়োজিত সৈনিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে কর্মক্ষেত্রে জওয়ানদের আরও কি কি করণীয় রয়েছে সেবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সৈনিক সম্মেলন শেষে ক্যাম্প চত্বরে একটি আমপালি আম গাছের চারা রোপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অভিচরণস্থিত ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বড়কাঁঠালস্থিত টিএসআর বাহিনীর প্রথম ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। সেখানেও তিনি জওয়ানদের থাকার ব্যারাক, অফিস, রান্নাঘর, রেশন স্টোর পরিদর্শন করেন। কথা বলেন জওয়ান ও আধিকারিকগণের সাথে। সেখানে সৈনিক সম্মেলনে টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। সভায় তিনি এমন অনেক জওয়ানদের সঙ্গে মত বিনিময় হয় যারা কর্তব্যরত ছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আগরতলায় আসাম রাইফেলস ময়দানে কুচকাওয়াজের চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব।

আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলা

ফের ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেরার মুখোমুখি সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আবারও ক্রাইম ব্রাঞ্চের টানা জেরার মুখোমুখি হলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা পবিত্র কর। আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন মামলায় আজ তাঁকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ প্রায় দেড় ঘণ্টা জেরা করেছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে ফিরে এসে আইনজীবী ভাস্কর দেবকে পাশে বসিয়ে পবিত্রবাবু দাবি করেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন তিনি। ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাঁর বিরুদ্ধে ২৮ কোটি টাকা আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন মামলার তদন্তে এখনও কোনও অসঙ্গতি খুঁজে বের করতে পারেনি। কারণ, তদন্তকারী অফিসারের সমস্ত প্রশ্নের জবাব নির্দ্বিধায় দিয়েছেন তিনি, এমনটাই জোরের সঙ্গে দাবি করেন পবিত্র কর।

প্রসঙ্গত, বোধজং নগর থানায় প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র করের বিরুদ্ধে ২৮ কোটি টাকা আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন মামলা দায়ের হয়েছিল। ইতিপূর্বে ভিজিলেন্স তদন্ত করেছে। এখন ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত করছে। ওই মামলায় ইতিপূর্বে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তাছাড়া তাঁকে ডেকে দীর্ঘ চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। আজ সোমবার তাঁকে পুনরায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেরার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

এদিন তাঁর আইনজীবী বলেন, বিরোধী দলের প্রথমসারির নেতাকে রুখতেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে পবিত্র করকে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ এখনও আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন মামলার তদন্তে কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। বরং, কৃষিক্ষেত্র থেকে তাঁর মক্কেলের আয় এবং মেয়ের স্টাইপেন্ড সমস্ত কিছু একত্রে জুড়ে দিয়ে আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন অপরাধ প্রমাণিত করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.)।। যুদ্ধের আশঙ্কা আরও প্রবল হল ইউক্রেনে। যেকোন সময় রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালাতে পারে বলে কিয়েভে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে ওয়াশিংটন।

ইতিমধ্যেই দূতাবাসকর্মীদের প্রত্যাহার শুরু করেছে আমেরিকা। রুশ আক্রমণের আশঙ্কা অব্যাহত থাকায় ইউক্রেন থেকে দূতাবাসকর্মীদের প্রত্যাহার শুরু করেছে ইংল্যান্ড। আর এর ফলেই সেখানে এতে যুদ্ধের আশঙ্কা আরও প্রবল।যদিও রাশিয়া আমেরিকার এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে। আমেরিকা বিদেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনায় আরও চারজনের মৃত্যু, চব্বিশ ঘন্টায় সংক্রমিত ২৬২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে ক্রমাগত নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু মিছিল করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে এখনোও ভীষণ চিন্তায় রেখেছে রাজ্যবাসীকে। করোনা আক্রান্তের মৃত্যু ত্রিপুরায় লাগাতর বেড়েই চলেছে। অবশ্য, সুস্থতাও গতি তীব্র করেছে। তাই, সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে আট হাজারের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৪৪০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৫৫১ জনকে নিয়ে মোট ৩৯৯১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২৪৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ২৬২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা কমেছে, তাই দৈনিক সংক্রমণের হারও কমে হয়েছে ৬.৫৬ শতাংশ। গতকাল ৬৯৬৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৫৫৭ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৭.৯৯ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৫৬ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭৭৪৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৮১৯৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৯৫১৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.২৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯১.২২ শতাংশ। এদিকে ০.৮৯ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় চার জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৬৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সফরে এলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। চারদিনের ত্রিপুরা সফরে এলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসংঘচালক ড় মোহন ভাগবত। ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরায় প্রবাস করবেন তিনি। আজ তিনি এমবিবি বিমানবন্দরে নেমে সোজা চলে যান সেবাধামে। সেখানেই তিনি রাজ্য সফরের যাবতীয় কর্মসূচি সম্পন্ন করবেন। কোভিডের বিধিনিষেধের কারণে এবার তাঁর প্রকাশ্য জনসভা হচ্ছে না। এদিন রাতেই তাঁর সাথে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথেও তিনি ত্রিপুরার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করবেন। আরএসএস-প্রধান জেড প্লাস শ্রেণির নিরাপত্তা পান। সে মোতাবেক সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে।

আজ রাতে সেবাধামে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরএসএস প্রধান ড় মোহন ভাগবতের সাথে দেখা করেছেন। এ-বিষয়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আজ সেবাধামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ড় মোহন ভাগবতের সাথে দেখা করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাক্ষাৎ করলেন রাজ্য সফররত আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সাথে।

ঋণের দায়ে অপমানিত মহিলা বিষপানে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৪ জানুয়ারি।। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানা এলাকার নিহাল চন্দননগরে ঋণের দায়ে অপমান সহ্য করতে না পেরে এক মহিলা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। ওই মহিলার নাম সুভদ্রা ঋষি দাস।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মধুপুর এলাকার সুভদ্রা ঋষি দাস নামে ওই মহিলা শম্ভু ঋষি দাসের কাছ থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। বিনিময়ে বাড়ির দলিল পত্র তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি ৬০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও মহিলাকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য নানাভাবে যন্ত্রণা করা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অপমান সহ্য করতে না পেরে ওই মহিলা রবিবার রাতে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরিবারের লোকজনরা আশঙ্কা জনক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ণ রাজ্য দিবসে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে অসন্তুষ্ট বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজন্য আমলকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু রাজ্যের রাজারা কখনও চাননি যে ত্রিপুরা রাজন্য শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বছর পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে বারবারই রাজন্য আমলকে গুরুত্ব দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন।

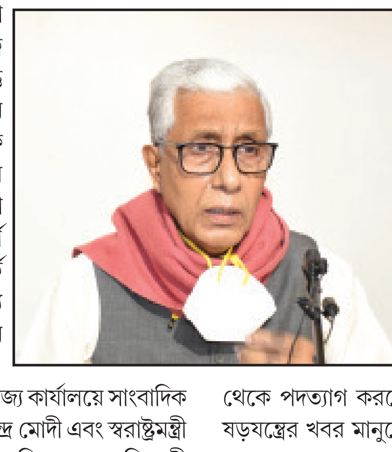

সোমবার সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। মানিকবাবু বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সারাদেশে যখন শিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন রাজ্যে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলন শুরু হতে থাকে। আর সেই আন্দোলন অবদমন করার চেষ্টা করেছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য। তিনি ১৯৪৭ সালে প্রয়াত হওয়ার পর একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। আর সেই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন কাঞ্চন প্রভাদেবী। কিন্তু ১৯৪৮ সালে কাঞ্চন প্রভা দেবীকে সেই কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে হয়। তারপর রাজ অন্দরের ষড়যন্ত্রের খবর মানুষের সামনে উঠে আসে।

এতে ক্ষোভে গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী নববধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জানুয়ারি।। বিয়ের দুই মাসের মধ্যে স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ১৯ বছর বয়সী এক গৃহবধূ নিজ শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করল, ঘটনায় সোমবার সাতসকালে তেলিয়ামুড়া থানাধীন ডিএম কলোনি এলাকায়। মৃত গৃহবধূর নাম শুনিতা মন্ডল(পূজা)।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ডিএম কলোনি এলাকার বাসিন্দা মিলন মন্ডলের মেয়ে শুনিতা মন্ডলের সামাজিকভাবে বিয়ে হয় আমবাসা রেল স্টেশন সংলগ্ন সুকান্ত সরকারের সাথে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই শুনিতা ও সুকান্তের মধ্যে পারিবারিক ঝামেলা শুরু হয়। অভিযোগ সুকান্ত তার স্ত্রী সুনিতা মন্ডলকে নিত্যদিন মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করত। এই অবস্থায় সুনিতা মন্ডল তার তেলিয়ামুড়া ডিএম কলোনি স্থিত মায়ের বাড়িতে চলে আসে।

অভিযোগ মূলে জানা যায়, ১৯ বছর বয়সী গৃহবধূ সুনিতা মন্ডল সোমবার সাত সকালে নিজ শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যানের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হলেন বিজেপি যুব মোর্চার দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা সাতচাঁদ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রূপঙ্কর দে। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ ভিডিওতে সেই যন্ত্রনাই বলে গেছেন তিনি। আজ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে গেছেন ত্রিপুরার যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাব্রুমের বিধায়ক শংকর রায়ও তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

রবিবার নিজ বাড়িতেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন রূপঙ্কর দে। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পরতেই রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কারণ, যুব নেতা হিসেবে তিনি অনেকটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তবে, গতকাল তাঁর মৃত্যুর কারণ ধোয়াশা তৈরী হয়েছিল। আজ তাঁর ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই আত্মহত্যার কারণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাতে স্পষ্ট হয়েছে, প্রেমে প্রতারিত হয়েই এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে দোষীর শাস্তি চেয়ে তাঁর শুভাকাঙ্খীরা সোচ্চার হয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরার যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সাব্রুমের সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারপার্সন তথা বিজেপি যুবমোর্চার দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপঙ্কর দে'র অকাল মৃত্যুতে আমি গভীর শোকাহত। তাঁর এভাবে চলে যাওয়ার খবরটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। সুশান্ত বাবু বলেন, ২০০৮-০৯ সালে আমার হাত ধরেই সাব্রুম কলেজে রূপঙ্করের রাজনীতিতে হাতে খড়ি। এরপর যুব আন্দোলনের অনেক রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এই অদম্য বামবিরোধী মানসিকতার লড়াকু ছেলেটি আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছে ছিল। কিছুদিন আগে এলাকার অনেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের গাফিলতিতে রোগী পরিষেবা বিঘ্নিত

আইজিএমে টানা আট ঘন্টা তিনটি লিফট অচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে এই পত্রিকার প্রথম সংবাদ ছিল রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক যুগের সূচনা। জি বি হাসপাতালে এই প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারির মতো সফল সার্জারি রাজ্যবাসীকে ত্রিপুরার চিকিতা ক্ষেত্রে অনেক বেশি নির্ভরতা এনে দিয়েছে। এত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা যেখানে রয়েছে সেখানে রাজ্যে হাসপাতালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের খামখেয়ালী, গাফিলতি, নিষ্ঠার অভাব ইত্যাদির কারণে কোন কোন জরুরি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান হাসপাতাল আইজিএমের ৬ তলা ভবন ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। এই ৬ তলা ভবনে চাইল্ড কেয়ার ইউনিট, আইসিইউ, ডায়ালাইসিস ইউনিট সহ গুরুত্বপূর্ণ চিকিতা পরিষেবা সম্পন্ন হয়। দুর্ভাগ্যের এখানেই যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ওই বহুতল ভবন নির্মাণ হয়েছে। কারণ, ওই বহুতলে কোন রেম্প নির্মাণ করা হয়নি। আর এখন এই ভবনের তিনটি লিফট প্রতিনিয়ত অচল থাকে। জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে এটা একটা ক্রাইম। আর এটা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের গাফিলতি ও খামখেয়ালিপনার কারণে।

আইজিএম হাসপাতালে ৬ তলা ইমের্জেন্সী ভবনে প্রতিদিন লিফটের সমস্যায় ভুগছেন রোগীরা। ওই ব্লকে মোট তিনটি লিফট রয়েছে। আজ প্রায় সাড়ে আট ঘন্টা লিফট বিকল ছিল। প্রতিনিয়তই একটা বা দুটি লিফট অচল থাকেই, সারাই হয় না। এই ব্লকে পঞ্চম তলায় আইসিইউ এবং ষষ্ঠ তলায় ডায়ালাইসিস ইউনিট রয়েছে। এইসব ইউনিট গুলিতে লিফট অচল থাকা মানে রোগীদের যাওয়া-আসা বন্ধ। সবচেয়ে আশ্চর্যের এবং উদ্বেগের বিষয় হল, লিফট সচল রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে স্বাস্থ্য দফতরের সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্তরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কোন আমল না দিয়ে রোগীদের সমস্যাকে বাড়িয়ে চলেছেন। এইসব দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সরকারের সদিচ্ছাকে খাটো করার লক্ষ্যে তলে তলে কাজ করে চলেছেন বলে অভিযোগ। আজ আইজিএম হাসপাতালে এই বহুতল ভবনে তিনটি লিফট প্রায় আট ঘন্টা সময় অচল ছিল। বিড়ম্বনায় পড়তে হয় মুমুর্ষ রোগী এবং ডায়ালাইসিস রোগীদের। আজ অনেকেই ডায়ালাইসিস না করে বাড়ি ফিরে গেছেন। সকালে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায় লিফট অচল থাকা সত্ত্বেও কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সেখানে উপস্থিত নেই। সেখান থেকেই বিষয়টি রোগীরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে নেন। আট ঘন্টা পর রোগীদের আপ্রাণ দৌড়ঝাপের ফলে একটা লিফট কোনক্রমে চালু করা হয়। এই লিফট দিয়ে ডায়ালাইসিস এবং মুমুর্ষ রোগীদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। এই ঘটনা প্রমাণ করে দিচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বৈপ্লবিক সুচনাকে যারা খাটো করতে চায় তারা কতটা সক্রিয়।

খোজখবর নিয়ে যতটা জানা গেছে, রবিবার ভোর রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ তিনটি লিফট বিকল হয়ে যায়। লিফটের পরিষেবা প্রদানে নির্দিষ্ট কর্মী নেই হাসপাতালে। ফলে, বেসরকারী নিরাপত্তা রক্ষীরাই লিফটের যাবতীয় দেখাশুনা করেন। ভোর রাতে লিফট বিকল হলে তারা খোজ নিয়ে বিদ্যুত দফতরের গ্রাহক সহায়তা কেন্দ্রে খবর দেন। কিন্ত, বিদ্যুতের লাইন সারাইয়ের জন্য কেউ আসেননি। মূলত, বিদ্যুতের লাইনে ত্রুটির কারণে বিকল হয়ে গিয়েছিল সবগুলি লিফট। অবশ্য, তিনটি লিফটেই যান্ত্রিক সমস্যা দীর্ঘদিনের। কিন্ত, সারাই করার চুক্তির মেয়াদ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পুন:নবিকরণ না হওয়ায় লিফটের যান্ত্রিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ১১০ ■ ২৫ জানুয়ারি ২০২২ ইং ■ ১১ মাঘ ■ মঙ্গলবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নারী ক্ষমতায়নে সমন্বয় সাধন জরুরী

নারী ক্ষমতায়ন ও নারী সশক্তিকরণ এর স্লোগান নেতা-মন্ত্রীদের মুখে সবসময় শোনা যাইতেছে। কিন্তু এই শ্লোগান বাস্তবায়িত করিতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকার নারী ক্ষমতায়ন ও নারী সশক্তিকরণ এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার গুলি সময় মত সেই অর্থ খরচ করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি অডিট রিপোর্টে তাহা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আসল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হইতেছে। নারীরাও তাহাদের সঠিক অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছে না। তাহাতে বেজায় চটিয়াছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে,নারী সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ খরচ করিতে পারিতেছে না বহু রাজ্য। তাহাতে অডিট রিপোর্টে ক্ষুব্ধ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই টাকা ব্যবহার করিবার জন্য পরিকল্পনায় ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের। যে কারণে দিল্লিতে ফেরত চলিয়া যাইতেছে টাকা। এনিয়া বেজায় ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সম্প্রতি মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ অডিট রিপোর্টে এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। এরপরই কেন্দ্রের তরফে বার্তা পাঠানো হইয়াছে সমস্ত রাজ্যকে। তাহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, কোনও রাজ্য এবার থেকে টাকা ফেরত পাঠাইলে তাহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে মন্ত্রকের কাছে।কয়েক বছর আগে দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ডের মতো সাড়া জাগানো গণধর্ষণের ঘটনার পর ইউপিএ সরকারের আমলে চালু হয় নির্ভয়া তহবিল। ২০১৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রথম টাকা বরাদ্দ হয়। কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, এই টাকার পুরোটাই ব্যয় করিতে হইবে মহিলাদের সুরক্ষায়। যুক্তি ছিল, দেশের বিভিন্ন জায়গায় মহিলারা নির্যাতনের বা শ্লীলতাহানির শিকার হইতেছে। এমনকী, গণপরিবহণে হেনস্তা হইতে হয় মহিলাদের। তাই এই ধরনের ঘটনা যাহাতে না ঘটে সেজন্য তৎপর হইতে হইবে সব রাজ্যকে। এই লক্ষ্যে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে জানায়, মহিলাদের সেলফ ডিফেন্স ট্রেনিং দিতে হইবে। পাশাপাশি রাস্তায় শ্লীলতাহানি বা নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত চিহ্নিত করিতে ক্যামেরা লাগানো বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। মহিলা হেল্পলাইন চালু করিবার পাশাপাশি নিগৃহীতা মহিলাকে রাখিবার জন্য প্রতিটি রাজ্যকে ওয়ানস্টপ সেন্টার গড়িয়া তুলিবার জন্য বলা হয় হইয়াছিল। এই প্রকল্পে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যগুলিরও তাহাদের কোষাগার থেকে একাংশ অর্থ বরাদ্দ করিবার কথা।কিছুদিন আগে নির্ভয়া তহবিলে কেন্দ্রের পাঠানো টাকা বিভিন্ন রাজ্য কতটা খরচ করিয়াছে তাহার অভ্যন্তরীণ অডিট শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাহাতেই এই অর্থ খরচ না-হওয়ার তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। প্রায় কোনও রাজ্যই এই টাকা খরচ করিতে পারিতেছে না নির্দিষ্ট সময়ে। সময়সীমা পার হইয়া যাওয়ায় টাকা ফেরত চলিয়া যাইতেছে।অডিটের রিপোর্ট বলিতেছে, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে দিল্লির কাছে ফেরত গিয়াছে ৪২ লাখ টাকার বেশি। ২০১৯-২০ সালে এই অঙ্ক এক কোটি ৭২ লাখ ২৯ হাজার টাকা বলিয়া জানা গিয়াছে।এইভাবে টাকা ফেরত যাওয়া থেকে স্পষ্ট বেশিরভাগ রাজ্য নারী সুরক্ষার বিষয়ে ধীর গতিতে কাজ করিতেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নজরে আসিয়াছে বেশিরভাগ রাজ্য পরিকল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। প্ল্যান তৈরি না-থাকায় বরাদ্দ আসার পর পড়িয়া থাকিতেছে। দেখা যাইতেছে টাকা হাতে আসিবার পর এই নিয়া রাজ্য গুলি প্ল্যান তৈরি করিয়ি সেগুলি বাস্তবায়িত করিতে নামিতেছে। প্ল্যান করিতে অনেক সময় চলিয়া যাইতেছে।। বাস্তবায়নের সময় অনেক সমস্যার মুখে পড়িতে হইতেছে। যে কারণে পুরো প্রজেক্টের কাজ আটকাইয়া যাইতেছে। আর্থিক বর্ষের পুরো টাকা খরচ করা যাইতেছে না। আর এটাই ফেরত চলিয়া যাইতেছে দিল্লির কাছে। সেই কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আগে প্ল্যান তৈরি করিয়া রাখিতে। যাহাতে টাকা আসামাত্রই কাজ শুরু করিয়া তাহার পুরো ব্যাবহার করা যায়। তবে রাজ্যগুলির যুক্তি এই টাকা অর্থবর্ষ শেষের একেবারে মুখে মুখে ঢোকে। যে কারণে প্ল্যান তৈরি থাকিলেও অল্প সময়ে সব কিছু কেনা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে অনেক আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া থাকে। যেগুলি মানিয়া চলিতে গিয়া সময় পার হয়। বরাদ্দ টাকার পুরোটা খরচ হয় না। তবে এসব যুক্তি শুনিতে নারাজ দিল্লি। তাহাদের সাফ কথা, এবার টাকা ফেরত গেলে, কেন টাকা খরচ করা যায়নি, অডিটের সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে তাহার ব্যাখ্যা দিতে হইবে। সেই জবাব সন্তোষজনক না-হইলে ভবিষ্যতে ফান্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া ইঙ্গিত মিলিয়াছে। নারীদের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে শুধুমাত্র বাজেট বরাদ্দ করিলে চলিবে না এই ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে কাজ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক সময়ে রাজ্যগুলির হাতে পৌছাইয়া দিতে হইবে। রাজ্য পুলিশ সঠিক সময়ে সঠিক প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেছি না তাহা নজরদারি রাখিতে হইবে। অন্যথায় এই মহান কর্তব্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

ভারতের সংস্কৃতি, সাহিত্যে চিত্তাকর্ষক অবদান উত্তর প্রদেশের পরিশ্রমী মানুষের : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): স্থাপনা দিবসে উত্তর প্রদেশের জনগণকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। সোমবার সকালে টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'ভারতের ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনীতিতে চিত্তাকর্ষক অবদান রেখেছেন উত্তর প্রদেশের পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান মানুষজন।' উত্তর প্রদেশের প্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি। ২৪ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশ দিবস, ৭৩ বছর বয়স হল উত্তর প্রদেশের। এদিন সকালে টুইটারের মাধ্যমে শুভেচ্ছা-বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'উত্তর প্রদেশ দিবসে সেই রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। ভারতের ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনীতিতে চিত্তাকর্ষক অবদান রেখেছেন উত্তর প্রদেশের পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান মানুষজন। এই রাজ্য উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলুক এটাই কামনা করছি।' উত্তর প্রদেশ দিবস উপলক্ষ্যে এদিন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডুও।

করোনা আক্রান্ত হলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : এবার করোনা আক্রান্ত হলেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির প্রধান শরদ পাওয়ার। এদিন তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে এদিন টুইট করে জানিয়েছেন স্বয়ং শরদ পাওয়ার। এদিন তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমি কোভিড পজিটিভ পরীক্ষা করেছি কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি আমার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করছি। গত কয়েকদিন ধরে যারা আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন, তাদের আমি নিজেদের পরীক্ষা করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করছি, '। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ মুম্বইয়ের তাঁর বাসভবনে নিরাপত্তা কর্মী সহ ৫০ জন কর্মীদের মধ্যে বারো জন কোভিড পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছে। বাকি ৩৮ জনের রিপোর্ট এখনও অপেক্ষমান। পওয়ার আগামী চার দিনের জন্য সফর এবং মিটিং বাতিল করা হয়েছে।

ধর্মীয় রাষ্ট্রের দাবিদারদের রাজনীতি বিবেকানন্দকে জানে না

নরেন্দ্রনাথ কুলে

হরিদ্বারে সম্প্রতি এক ধর্মীয় সভায় হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে ওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছে। সেই সভায় উপস্থিত ধর্মপ্রাণা মানুষেরা কেউ স্বামী, কেউ সাহী, কেউ মহারাজ উপাধিতে পরিচিত। এই উপাধিধারী মানুষেরা হিন্দু ধর্মের পরিচয় আর সংস্কৃতিকে তুলে ধরে যেমন, তেমন হিন্দু ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে গর্বিত হন। আবার তাঁদের নিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষেরাও গর্ব করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষদের সেই গর্বে থাকে না। তবে এই ধার্মিকগণ অস্ত্র ধরার কথা রাষ্ট্র গড়ার জন্য অস্ত্র ধরতে। এমন সন্ন্যাসী, ধার্মিক মানুষের ধর্মের সাধনা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কথা আর তাঁদের কথায় নেই। তাঁরা আর ঈশ্বর সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তাই তাঁরা এখন তাঁদের মত করে রাষ্ট্রের দাবি তুলেছে। আর সেই দাবি না মিটলে তাঁরা অস্ত্রধরার অঙ্গীকার করেছে। ধর্ম ও ঈশ্বর সাধনার মানুষজন অস্ত্র ধরার কথা বলা মানেই সেই কথার মধ্যে অন্য ধর্মের মানুষ বা তাঁদের মতাবলম্বী নয় এমন মানুষকে খুনের কথাই, বলা হয়। হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে যাঁরা গর্ব করেন, তাঁরা কি মানুষকে খুনের কথা বলে। কিংবা হিন্দু ধর্মে মানুষকে খুনের কথা বলা আছে কিনা তা তাঁরাই জানে। হিন্দু ধর্মের মোক্ষলাভ মানুষকে খুন করে হয় কিনা আজ তা তাঁরাই জানে। তবে হ্যাঁ কাপালিক ও তান্ত্রিক সাধনায় নরবলির প্রয়াসের কথা তদানীন্তন অনেক কাহিনীতে পাওয়া যায়। আবার রামায়ণ ও মহাভারতের যে যুদ্ধ তা ধর্মীয় ভাবাবেগে হলেও তা অন্যায়ের বিরুদ্ধেন্যায়ের যুদ্ধ বলেই নানা বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। কিন্তু আজকের এই সন্যাসী ধর্মীয় মানুষজন শুধু হিন্দ রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে চাইছেন। তাঁদের এই দাবি একপ্রকার রাজনৈতিক হতে পারে। সন্যাসী ও সাধুর দলের এমন রাজনৈতিক দাবি একপ্রকার জেহাদ ঘোষণার সামিল। আজকে হিন্দু সাধু সনাসীদের ধর্ম প্রসারের এই জেদ শুনে বিবেকানন্দের মত সন্যাসীর একটি কথা বলতে হয়। তিনি বলেছিলেন, "ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত করা" আজকের সন্যাসীগণের সেই আধ্যাপকতার প্লাবনে ভাসাতে কি অস্ত্র হাতে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ল? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই জানেন।

এই সাধুগণ হিন্দু হিসেবে এমন গর্বিত যে তাঁরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সেই গর্বকে আরো মহিমান্বিত করেন। যদিও বিবেকানন্দের কথা হয়তো তাঁরা জানে না। স্বামীজি বলেছিলেন, "সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করিতে থাকো। তোমরা যে নিজদিগকে ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকে, উহা ছাড়িয়া দাও। না, এই সাধুগণ হিন্দু বলিয়া গর্ব করিতে ছাড়িতে পারেন না। তাই প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে কুণ্ঠিত হন না। আর তাঁরা কুণ্ঠিত হবেনই বা কেন। তাঁরা জানেন হিন্দু ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অথচ বিবেকানন্দ এক আলোচনার জবাবে বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতদের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনো ধর্ম এরূপ করে না"। বিবেকানন্দ এমন কথা তখন বলেছেন বলে কি তিনি হিন্দু ছিলেন না। অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার হুমকিধারী সাধুগণ অবশ্য তা বলতে পারেন। বিবেকানন্দ একজন এমন সন্যাসী যিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে বিশ্বের দরবারে ভারতকে চিনিয়েছিলেন, তাঁর থেকে আজকের এই সন্ন্যাসী ও সাধুর দল কি বড় হিন্দু ? তিনি বিনা অস্ত্রে সারা বিশ্ব জয় করেছিলেন। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের আঘাতে নয়, ভালবেসে সবার মন জয় করেছিলেন। তিনি সন্যাসী বলেছেন, ধর্মের কথা বলেছেন, রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে এই সাধুর দলের মত ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়তে তিনি অস্ত্র ধরতে বলেন নি। তিনি ধর্ম বলতে একজায়গায় বলছেন, "আমি এমন একটি ধর্ম চাই যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের চতুর্পাশের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে। আবার আর এক জায়গায় বলছেন, "যখনই কোনো ধর্মমত সফল হয়, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরণের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে- সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা- অনের চিন্তা মানুষের প্রথম। এ সম্পর্কে তাঁর আর একটি কথা "আগে রুটি তারপর ধর্ম সকলেই জানে। তাহলে আজকে হিন্দু ধর্মের এই সাধু সন্ন্যাসীগণ যার জন্য অস্ত্র ধরতে বলছেন সেখানে তাঁদের ধর্ম দিয়ে আর্থিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হবে বলেই কি তাঁরা হিন্দ রাষ্ট্র চাইছেন, তা কিন্তু তাঁরা বলে নি। স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ রাষ্ট্র কেমন চেয়েছিলেন তা কিন্তু বলেছেন। তিনি বলেছেন, "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যদর্শ-এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।" কিন্তু তিনি এমন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাহলে বিবেকানন্দের কথা থেকেই বলা যায় আদর্শ রাষ্ট্র মানেই হিন্দু রাষ্ট্র নয়। তাই আজকের সন্যাসীদের হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে অস্ত্র হাতে তার কোনো আদর্শ আছে বলে তা বলা যায় না।

> পঁচিশ বছর আগে এ দেশের মাটিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করার দাবি তুলে তা বারেবারেই ঘোষণা করা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে" আর ১৯৮৯ সালে আজকের শাসক দলের এক সভা থেকে বলা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি পর হোগা।" তারপর মসজিদ ভাঙার ইতিহাস সবার জানা আর এখন মন্দির গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী সবাই। কিভাবে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে সেই ইতিহাস গড়ে উঠছে। আর সেই ইতিহাস ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। আসলে রাষ্ট্র এখন মনে করে এই দেশ হিন্দুদের দেশ, যা হরিদ্বারের ওই সাধুদের হুঙ্কারে যে দাবির কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রকে হিন্দু ধর্মের সাথে নিবিড় সম্পর্কে গড়ে তোলার রাজনৈতিক পদক্ষেপ যখন সাধুদের গলায় জেহাদি ভাষায় উঠে আসে তখন ধর্মের সারমর্ম সেই ভাষায় হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আজকে রাষ্ট্র তাঁর নিজের উদ্যোগেই যখন হিন্দু ধর্মের জয়গান গাইছে, তখন রাষ্ট্রের ধর্ম নিয়ে সাধুগণ অস্ত্র হাতে নিলে রাষ্ট্রের কাছে তা কতটা দোয়ের হবে সে সময় বলবে। হরিদ্বারে সাধুগণ ওই ধর্মসভায় হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার জন্য যেভাবে ঢোক দিল সেখান থেকে আগামী দিনের জন্য পূর্বাভাস কখনো সাকর হতে পারে না। পঁচিশ বছর আগে এ দেশের মাটিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করার দাবি তুলে তা বারেবারেই ঘোষণা করা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি বনায়েঙ্গে" আর ১৯৮৯ সালে আজকের শাসক দলের এক সভা থেকে বলা হয়েছিল, "মন্দির ওয়হি পর হোগা।" তারপর মসজিদ ভাঙার ইতিহাস সবার জানা আর এখন মন্দির গড়ার ইতিহাসের সাক্ষী সবাই। কিভাবে রাষীয় পদক্ষেপে সেই ইতিহাস গড়ে উঠছে। আর সেই ইতিহাস ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। আসলে রাষ্ট্র এখন মনে করে এই দেশ হিন্দুদের দেশ, যা হরিদ্বারের ওই সাধুদের হুঙ্কারে যে দাবির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তখনই তা মানেননি। তিনি বলেছিলেন, পূর্বাকালে হিন্দু" শব্দে সিন্ধুনদের অপরতীরের অধিবাসীগণকে বুঝাইতে। তখন এ শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নির্থিক হইয়া তিনি এমন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাহলে বিবেকানন্দের কথা থেকেই বলা যায় আদর্শ রাষ্ট্র মানেই হিন্দু রাষ্ট্র নয়। তাই আজকের সন্যাসীদের হিন্দু রাষ্ট্রের বলে তা বলা যায় না। রাষ্ট্রকে হিন্দু ধর্মের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার রাজনৈতিক পদক্ষেপ যখন সাধুদের গলায় ভেহাদি ভাষায় উঠে আসে তখন ধর্মের সারমর্ম সেই ভাষায় হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আজকে রাষ্ট্র তাঁর নিজের উদ্যোগেই যখন, হিন্দু ধর্মের জয়গান গাইছে, তখন রাষ্ট্রের ধর্ম নিয়ে সাধুগণ অস্ত্র হাতে তুলে নিলে রাষ্ট্রের কাছে তা কতটা দোষের হবে সে সময় বলবে। দাঁড়াইয়াছে। এ শব্দেরদ্বারা এখন বর্তমান হিন্দু জাতি বা ধর্ম কিছুই বুঝাইতে পারে না, কারণ সিন্ধুনদের পূর্বদিকে এখন নানা ধর্মাবলম্বী নানা জাতীয় লোক বাস করে।" তাহলে এই (দেশ শুধুই হিন্দুদের নয় বলে বিবেকানন্দ সে যুগেই বলে গিয়েছেন। তবু আজকে এই দেশ হিন্দুদের বলে রাজনৈতিক দাবি ধর্মীয় সভা থেকেই অস্ত্রগামী হয়ে উঠছে। যার আগামী সংকেত মসৃণ হতে পারে না। এ সম্পর্কে নেতাজী একসময় সাবধান করে দিয়েছিলেন। প্রাক স্বাধীনতা আমলে হিন্দুমহাসভা নামক এক সংগঠনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখন বলেছিলেন, সন্ন্যাস ও সম সীন দর হাতে হিন্দুমহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে ধর্মকে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য। রাজনীতিতে ধর্মের সুযোগ নেওয়া যেমন ধর্মকে কলুষিত করে, তেমন ধর্মে রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটলেও ধর্ম কলুষিত হয়। ধর্ম আর রাজনীতির সংমিশ্রণে শুধু ধর্ম কলুষিত হয় না, রাজনীতিও কলুষিত হয়। আজকে যদি এই দুটোই কলুষিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলে তখন রাষ্ট্রের চরিত্র কলঙ্কহীন, পক্ষপাতহীন হতে পারে না। রাষ্ট্রকে ধর্মীয়করণের জন্য ধর্মীয় সংগঠনের দাবি রাজনৈতিকভাবে সফল হয়ে উঠবে হয়তো একদিন, যেদিন ধর্ম আর রাজনীতির আজকের প্রেমালাপ সহবাসে পরিণত হবে। এখনো যাঁরা ধর্মনিরপক্ষেতার কথা রাজনৈতিকভাবে বলে চলেছেন, তাঁদের সেই বলার সাথে তাঁদের কাজের সহবাস না থাকলে রাষ্ট্র তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার সক্ষমতা একদিন হারাতে বাধ্য হবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

১৩ দিনের সফরে চলুন উপকূল গুজরাত

ভ্রমণটি রাজকোটকে ভিত্তি করে করতে পারেন। অর্থাৎ রাজকোট থেকে শুরু করে রাজকোটেই শেষ। প্রথম দিন — ট্রেনে রাজকোটের উদ্দেশ্যে যাত্রা। কলকাতা থেকে রাজকোটের জন্য রয়েছে সাঁতরাগাছি-পোরবন্দর সাপ্তাহিক কবিগুরু এক্সপ্রেস, প্রতি রবিবার রাত ৯:২৫-এ ছেড়ে রাজকোট পৌঁছোয় মঙ্গলবার বিকেল ৩:২৮-এ। রয়েছে হাওড়া-ওখা এক্সপ্রেস। প্রতি মঙ্গল, শুক্র এবং শনিবার হাওড়া থেকে রাত ১০:৫০-এ ছেড়ে রাজকোট পৌঁছোয় তৃতীয় দিন দুপুর দেড়টায়। তৃতীয় দিন — রাজকোট পৌঁছোন। রাত্রিবাস রাজকোট।

চতুর্থ দিন --- রাজকোট থেকে সকাল সকাল চলে আসুন জামনগর। দূরত্ব ৯০ কিমি। জামনগর ঘোরাঘুরি। রাত্রিবাস জামনগর।

জামনগরে দেখে নিন — মেরিন ন্যাশনাল পার্ক — গাড়ি বা অটোতে চলুন বেদি বন্দর, সেখান থেকে নৌকা ভাড়া। লাখোটা লেকের মাঝে লাখোটা প্রাসাদ ও মিউজিয়াম। পাথরের সেতুতে পারাপার। চণ্ডীবাজারে আদিনাথ ও শান্তিনাথের মন্দির। স্বামীনারায়ণ মন্দির। খিজাদিয়া বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি, ১৫ কিমি।

পঞ্চম দিন — জামনগর থেকে চলুন দ্বারকা, ১৪২ কিমি। রাত্রিবাস দ্বারকা।

ষষ্ঠ দিন — আজ চলুন বেট দ্বারকা। রাত্রিবাস দ্বারকা।

দ্বারকা ও বেট দ্বারকায় ঘোরাঘুরি — দ্বারকার মূল আকর্ষণ গোমতী তটে দ্বারকাধীশ রণছোড়জির মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, রণছোড়জির মন্দিরের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বেরিয়ে ৫৬ ধাপ নেমে গোমতী দেবীর মন্দির। রুক্মিণীদেবীর মন্দির। ভদ্রকালী মন্দির। মীরাবাঈ মন্দির। শংকরাচার্যের সারদা মঠ। চলুন পোশিত্রা, ৩০ কিমি দূরে প্রবাল-রাজ্য। ৩২ কিমি দূরে ওখা, সেখান থেকে নৌযাত্রায় বেট দ্বারকা। ওখা থেকে ফেরার পথে দেখুন নাগেশ্বর, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

সপ্তম দিন --- দ্বারকা থেকে পোরবন্দর হয়ে সোমনাথ। দূরত্ব ২৩০ কিমি। পথে দেখে নিন পোরবন্দরে গান্ধীজির জন্মভিটে 'কীর্তিমন্দির', সুদামা প্রাসাদ, চোরবাদ সাগরবেলা। রাত্রিবাস সোমনাথ।

অষ্টম দিন --- আজও থাকুন সোমনাথে।

সোমনাথে দেখে নিন — সমুদ্রের পাড়ে সোমেশ্বর মহাদেব মন্দির, জ্যোতির্লিঙ্গ। রাত ৮টায় মন্দির প্রাঙ্গণে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। বল্লভঘাট থেকে সূর্যাস্ত। অহল্যাবাঈয়ের গড়া পুরোনো সোমনাথ মন্দির। প্রভাস পাটন মিউজিয়াম (বুধ ও ছুটির দিন বন্ধ)। পরশুরামের তপোভূমি। সরস্বতী, কপিলা ও হিরণ্য নদীর ত্রিবেণী সঙ্গম বা প্রভাস তীর্থ। ভেরাবলের পথে ভালুকা তীর্থ, কথিত যেখানে ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়েছিলেন কৃষ্ণ।

নবম দিন — সোমনাথ থেকে দিউ। দূরত্ব ৮৫ কিমি। রাত্রিবাস দিউ।

দশম দিন — আজও থাকুন দিউয়ে। তিন দিকে আরব সাগর আর উত্তর দিকে ব্যাকওয়াটারে ঘেরা দ্বীপভূমি দিউ। দিউয়ের মূল আকর্ষণ এর প্রকৃতি। দেখে নিন পরিখা ঘেরা দুর্গ ও তার ভিতরের কারাগার ও মিউজিয়াম। দুর্গের উপর থেকে সাগর ও দিউ শহরকে দেখুন। মোটরবোটে চলুন পানিকোটা সমুদ্রদুর্গ। ঘুরে আসুন নাগোয়া বিচ, জলন্ধর বিচ (লাগোয়া পাহাড় চুড়োয় মন্দির), চক্রতীর্থ বিচ,

আমেদপুর মান্ডভি বিচ। দেখে নিন শহিদস্মারক মারওয়ার, সেন্ট টমাস, সেন্ট পলস এবং সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ। শহর থেকে ৪ কিমি দূরে গঙ্গেশ্বর শিব। জোয়ারের জল পা ধুয়ে দিয়ে যায় শিবের।

একাদশ দিন — দিউ থেকে চলুন জুনাগড়, ১৫০ কিমির মতো। রাত্রিবাস জুনাগড়।

দ্বাদশ দিন — সারা দিন জুনাগড়ে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় রওনা হয়ে যান রাজকোট, ১০৩ কিমি। রাত্রিবাস রাজকোট।

জুনাগড়ে দেখে নিন — উপারকোট পাহাড়ে জুনাগড় ফোর্ট। দুর্গে দেখুন বেশ কিছু বৌদ্ধ গুম্ফা, নওগড় ভাভ ও আধি চাধি ভাভ (স্টেপ ওয়েল), বিশাল কামান নিলাম তোপ, জামি মসজিদ। গিরনার পাহাড়ে ওঠার পথে অশোকের শিলালিপি। বাজেশ্বরী মন্দির। দামোদর কুণ্ড। উনিশ শতকের নবাবি প্রাসাদ রংমহল। জুনাগড় নবাবদের রাজপ্রাসাদ মহাবত মকবরা।

ত্রয়োদশ দিন — রাজকোট থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা। ওখা-হাওড়া এক্সপ্রেস, প্রতি বুধ, বৃহস্পতি এবং রবিবার সকাল ১১:৪৯-এ রাজকোট থেকে ছেড়ে হাওড়া পৌঁছোয় তৃতীয় দিন ভোর ৩:৩৫-এ। পোরবন্দর-সাঁতরাগাছি কবিগুরু এক্সপ্রেস প্রতি শুক্রবার ১১:৪৯-এ রাজকোট থেকে ছেড়ে সাঁতরাগাছি পৌঁছোয় রবিবার সকাল ৮:০৫-এ।

মনে রাখবেন — হাওড়া থেকে রাজকোট বা রাজকোট থেকে হাওড়া রোজ ট্রেন নেই। সুতরাং ট্রেনের দিন অনুযায়ী যাওয়া-আসার দিন ঠিক করে নিলে ভ্রমণের মেয়াদ কমতে- বাড়তে পারে। সেই ভাবে বিভিন্ন জায়গায় থাকার মেয়াদ একটু এ-দিক ও-দিক করে নিতে হতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় মন্দির, মিউজিয়াম, প্রাসাদ ইত্যাদি খোলার সময় আগাম জেনে নিন। তবে সোমনাথে মন্দির সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা। শাবকদের নিয়ে মা। গিরে। গির ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকে। ভ্রমণসূচি যদি এমন ভাবে করেন যাতে ১৫ অক্টোবর বা তার পরে গির পৌঁছোবেন, তা হলে ভ্রমণের মেয়াদ এক দিন বাড়িয়ে নিয়ে দিউ থেকে সক্কাল সক্কাল গির চলে আসুন, ৬৫ কিমি। গিরে সাফারি করুন। পরের দিন চলুন জুনাগড়, ১৪৯ কিমি। গিরনার পাহাড়ে ৯৯০০ সিঁড়ি ভেঙে বা পালকি করে বা ঘোড়ায় চেপে যদি উঠতে চান তা হলে আরও একটা দিন জুনাগড়ে থাকতে হবে। জৈনদের তীর্থস্থান গিরনারের মাথায় রয়েছে নেমিনাথ ও মল্লিনাথের মন্দির। তা ছাড়া আরও নানা মন্দির।

কী ভাবে ভ্রমণ করবেন : এই সূচি যে হেতু রাজকোটে শুরু হয়ে রাজকোটেই শেষ, তাই রাজকোট থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে নেওয়াই ভালো। তবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট গাড়িও করতে পারেন। গুজরাতে বাস পরিষেবা ভালো। তবে বাসে ভ্রমণ করলে এই সূচি মেনে চলা কঠিন।

কোথায় থাকবেন : গুজরাতের অধিকাংশ জায়গাতেই রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হোটেল নেই। এই ভ্রমণসূচিতে শুধুমাত্র দ্বারকা এবং জুনাগড়েই যথাক্রমে পর্যটন উন্নয়ন নিগমের টুরিস্ট বাংলো এবং হোটেল গিরনার রয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেনসেক্স পড়ল ১০০০ পয়েন্ট নিফটি নামল ১৮০০০-এর নীচে

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দার জন্য ভারতে নামল শেয়ার সূচক। এই নিয়ে টানা পাঁচদিন শেয়ার সূচকের পতন অব্যাহত রয়েছে।সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টায় বিএসই সেনসেক্স নামে ১০৫৬ পয়েন্ট। ১.৭৯ শতাংশ নেমে ওই সূচক স্থির হয় ৫৭৯৮১-এর ঘরে। নিফটিও ৩১৭ পয়েন্ট বা ১.৮০ শতাংশ নেমে ১৭৩০১-এর ঘরে স্থির হয়। এদিন বিভিন্ন মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ শেয়ারের দাম কমেছে। নিফটির মিড ক্যাপ ইনডেক্স নেমেছে ১০০ পয়েন্ট বা ৩.৩৭ শতাংশ।

স্মল ক্যাপ শেয়ার নেমেছে ৪.২০ শতাংশ। আগামী দিনেও বাজারে মন্দা ভাব বজায় থাকবে বলে শেয়ার বাজারের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।

নিফটিতে নথিভুক্ত শেয়ারগুলির মধ্যে জেএসডব্লু স্টিলের দাম ৩.৪১ শতাংশ কমে হয়েছে ৬৪৩.৫৫ টাকা। অন্যান্য যে শেয়ারগুলির দাম কমেছে, তাদের মধ্যে আছে দিভি ল্যাব হিন্ডালকো, বাজাজ ফিনসার্ভ এবং এইচডিএফসি লাইভ। জোম্যাটোর শেয়ারের দাম ১৮.৪৮ শতাংশ এবং পেটিএমের শেয়ারের দাম ৫.৬৪ শতাংশ কমেছে।

বিএসই-র অন্তর্ভুক্ত শেয়ারগুলির মধ্যে উইপ্রো, টেক মাহিন্দ্রা, ইনফোসিস, টাইটান, এশিয়ান পেন্টস এবং বাজাজ ফিনসার্ভের দাম কমেছে ২.৮৩ শতাংশ পর্যন্ত।

নতুন অভিযানের সূচনা, কেজরিওয়াল বললেন দিল্লির মতো পরিবর্তন সমগ্র দেশেই কাম্য

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশ, গোয়া-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের প্রাক্কালে ''একটি সুযোগ কেজরিওয়াল''-কে মেগা অভিযানের সূচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার দুপুরে ''একটি সুযোগ কেজরিওয়াল''-কে মেগা অভিযানের সূচনা করার পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'দিল্লির জনগণ আমাদের একটি সুযোগ দিয়েছেন বলেই দিল্লিতে পরিবর্তন এসেছে। এবার এই পরিবর্তন সমগ্র দেশে আসা উচিত!' কেজরিওয়াল দিল্লিবাসীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, দিল্লির সমস্ত স্কুল, হাসপাতাল, শূন্য বিল প্রভৃতি ক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের সমস্ত কাজের ভিডিও তৈরি করুন এবং সামাজিক মাধ্যমে তা শেয়ার করুন। কেজরিওয়ালের কথায়, দিল্লিতে আপ-এর সরকার ঠিক কী কাজ করেছে, তা অন্য রাজ্যের জনগণকে বোঝানোর জন্য দিল্লিবাসীর কাছে অনুরোধ করছি আপনারা ভিডিও তৈরি করুন, সেই সমস্ত রাজ্যের জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করুন কেজরিওয়াল অথবা আপ-কে একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য। কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, ভোটের পর যাঁদের ভিডিও ভাইরাল হবে, এমন ৫০ জনের সঙ্গে আমি দেখা করব ও তাঁদের সঙ্গে ডিনার করব।

'উস্কানিমূলক' মন্তব্যের জের, দিল্লি হিংসায় অভিযুক্ত শরজিল ইমামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ধারা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি হিংসায় অভিযুক্ত শরজিল ইমামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ, ইউএপিএ এবং অন্যান্য ধারায় চার্জ গঠন করল আদালত। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে শরজিলের 'উস্কানিমূলক' বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লির জামিয়া ক্যাম্পাসে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি। শরজিলের জামিয়ার ভাষণ সাম্প্রদায়িক ঐক্য দুর্বল করে দিতে পারে আগে জানিয়েছিলেন বিচারক।

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অমিতাভ রাওয়াত ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ১২৪এ (রাষ্ট্রদ্রোহ), ১৫৩ (ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করা), ১৫৩বি, ৫০৫ ধারা এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ১৩ ধারায় (বেআইনি কার্যকলাপের জন্য শাস্তি) চার্জ গঠন করেছেন।

শরজিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ- রাষ্ট্রদ্রোহ, ধর্মীয়-জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো, শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গে উস্কানি দেওয়া এবং অসৎ উদ্দেশ্যে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গার ঘটনায় ইউএপিএ মামলা সহ শরজিল ইমামের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কয়েকটি মামলায় ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন তিনি। যদিও তাঁর আইনজীবী একাধিকবার দাবি করেছেন, হিংসায় মদত দেওয়া বা সমাজের কোনও ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য ছিল না শরজিলের।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে ১৬ জানুয়ারি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতার জেরে শরজিলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় দিল্লি, মণিপুর, অসম ও অরুণাচলপ্রদেশে।

আগামীকাল ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করবে নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতের নির্বাচন কমিশন আগামীকাল ২৫ জানুয়ারি দ্বাদশ তম জাতীয় ভোটার দিবস (এনভিডি) উদযাপন করবে। ''নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক করা'' এই উদযাপনের মূল লক্ষ।সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে।

এই বছরের কমিশনের থিম, ''নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্তিমূলকএবং অংশগ্রহণমূলক করা'', নির্বাচনের সময় ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ঝামেলামুক্ত করতে এবং সমস্ত শ্রেণীর ভোটারের জন্য একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা করার জন্য কমিশন নজর দিয়েছে।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতে সম্মতি দিয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারার কারণে, তার বার্তা কার্যত অনুষ্ঠানে প্রচার করা হবে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

এই উপলক্ষকে চিহ্নিত করার জন্য সেরা নির্বাচনী অনুশীলনের জন্য জাতীয় পুরস্কারগুলি রাজ্য এবং জেলা স্তরের অফিসারদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন আইটি উদ্যোগ, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচন পরিচালনায় তাদের অসামান্য কর্মক্ষমতার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হবে।

মেঘালয়ের অ-উপজাতি, বিশেষ করে বাঙালিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহকে চিঠি কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয়ে বসবাসরত অ-উপজাতি নাগরিকগণ নিরাপত্তা হারিয়েছে। বিশেষ করে বাংলাভাষীদের ওপর ধারাবাহিক ভাবে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন নিত্যদিন বেড়েই চলছে। মেঘালয়ে বসবাসরত বাঙালিদের জানমালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ চেয়ে স্মারকপত্র পাঠিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারকপত্রে বিধায়ক কমলাক্ষ লিখেছেন, মেঘালয়ে বাঙালি সহ অন্য অ-উপজাতিদের উপর খাসিয়াদের অত্যাচার সহ্যের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারে অ-উপজাতি নাগরিকরা ভয়ে তটস্থ। বিগত কয়েক বছর থেকে এই অত্যাচার ক্রমশ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মেঘালয়ের জন্মের বহু দশক আগে থেকে সে রাজ্যে বসবাসরত বাঙালিরা আজ কিছুসংখ্যক উগ্র খাসিয়াদের জন্য আতঙ্কগ্রস্ত। তাঁরা চরম জীবন সংশয়ের মধ্যে গভীর অনিশ্চয়তায় দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

স্মারকপত্রে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ আরও লিখেছেন, স্থানীয় প্রশাসনও অ-উপজাতিদের কোনও ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করছে না। বিধায়ক কমলাক্ষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রেরিত চিঠিতে লিখেছেন, গত বছরও রামকৃষ্ণ মিশন সহ খেলার মাঠে বাঙালি যুবকদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল উগ্র খাসি জানজাতিরা। সে সময়ও মেঘালয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই মেঘালয়ে বসবাসরত বাঙালি ও অ-উপজাতিদের ওপর সংগঠিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে আশু পদক্ষেপ নিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে বিনম্র আবেদন জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের অধিকারীদের হাতে অসমের অসামরিক সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান রাজ্যপালের

গুয়াহাটি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজ্য সরকার কর্তৃক নতুন প্রবর্তিত অসমের সর্বোচ্চ অসামরিক তিন ক্যাটাগরির যথাক্রমে 'আসাম বৈভব', 'আসাম সৌরভ' এবং 'আসাম গৌরব', ২০২১ পুরস্কার নির্বাচিত প্রাপকদের হাতে তুলে দিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক মিলয়াতনে আজ সোমবার বিকেল তিনটা থেকে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মানবসেবা, লোকসেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, বয়ন, ক্রীড়া ইত্যাদি সমাজজীবনে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ১৭ জনের হাতে আজ রাজ্যের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার প্রদানের আগে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত আজকের অনুষ্ঠানে ১৯ জনের হাতে রাজ্যের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কারগুলি তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 'আসাম বৈভব'-এর জন্য নির্বাচিত বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটা শারীরিক অসুস্থতার জন্য সশরীরে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাছাড়া বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'আসাম সৌরভ' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত অধ্যাপক দীপকচাঁদ জৈন বিদেশে থাকায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

আজকের অনুষ্ঠানে 'আসাম বৈভব'-এর জন্য নির্বাচিত একমাত্র বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটা ছাড়া রাজ্যের আরেক সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার 'আসাম সৌরভ' যে চারজনকে দেওয়া হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে অসীম অবদানের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষক অধ্যাপক কমলেন্দু দেব ক্রোরি, লোকসেবায় (পাবলিক সার্ভিস) বিশেষ অবদানের জন্য আইপিএস আধিকারিক ড় লক্ষমণন এস, ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বক্সার লাভলিনা বড়গোহাঁই এবং চিত্রকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নীলপবন বরুয়া। 'আসাম সৌরভ'-এর জন্য পাঁচজনকে নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপক দীপকচাঁদ জৈন অনুপস্থিত থাকায় আজ এই পুরস্কার চারজনের হাতে তুলে দিয়েছেন রাজ্যপাল।

এছাড়া 'আসাম গৌরব' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ১৩ জনকে। তাঁরা যথাক্রমে জনসেবা ও টিকাদানের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা মুনীন্দ্রনাথ ঙাতে, স্বাস্থ্য ও কোভিড ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডা. বসন্ত হাজরিকা, পল্ট্রি ফার্মিঙের জন্য আকাশজ্যোতি গগৈ, গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশ তথা শূকর ফার্মিঙের মাধ্যমে নতুন যুগের স্বপ্নদ্রষ্টা মনোজকুমার বসুমতারি, খেলাধুলা এবং পর্বতারোহণের জন্য খরসিং তারাং, নারী সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটের ববি হাজরিকা, বয়ন শিল্পের জন্য গুণমালা, বয়নশিল্প এবং গামোছায় নামাঘোষা লেখার জন্য হেমপ্রভা চুতিয়া, ভ্যাকসিন নিতে গণ-সজাগতা সৃষ্টি করার জন্য আশাকর্মী বার্মিতা মোমিন, জনস্বাস্থ্য ও লোকসেবা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নমিতা কলিতা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ধরণীধর বড়ো, কৃষি রফতানি ও উদ্যোগের জন্য কৌশিক বরুয়া, জনসেবার জন্য কল্পনা বড়ো এবং বি বরুয়া চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বোন মেরু চিকিৎসার জন্য ডা. আসিফ ইকবাল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম ক্যাটাগরির 'আসাম বৈভব' পুরস্কারে রয়েছে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় ক্যাটাগরির 'আসাম সৌরভ' পুরস্কারে নগদ চার লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় ক্যাটাগরির 'আসাম গৌরব' পুরস্কারের জন্য নগদ তিন লক্ষ টাকা করে সম্মাননা-প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে।

জোলাইবাড়ি বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্টকে সেনা শিবিরে আটক বিদ্রোহী সৈন্যরা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর প্রেসিডেন্ট রোচ কাবোরেকে বিদ্রোহী সৈন্যরা সামরিক শিবিরে আটক করেছে। রয়টার্স জানিয়েছে, দুই নিরাপত্তা সূত্র ও পশ্চিম আফ্রিকার একজন কূটনীতিক সোমবার তাদের এ কথা জানিয়েছেন।রবিবার রাতে রাজধানী ওয়াগাডোগুতে প্রেসিডেন্টের বাসভবনের চারপাশে ব্যাপক গোলাগুলির পর এ ঘটনা ঘটে। সোমবার সকালে প্রেসিডেন্টের বাসভবনের কাছে বেশ কয়েকটি সাঁজোয়া যান দেখা যায়, যেগুলো গুলিবিদ্ধ ছিল। রক্তও দেখা গেছে সেখানে। আশপাশের বাসিন্দারা রাতে ভারী গোলাগুলির খবর জানিয়েছেন।এর আগে সেনা অভ্যুত্থানের খবর অস্বীকার করে দেশটির সরকার। বিক্ষোভকারীরা রবিবার বিদ্রোহীদের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিল। তারা কাবোরের রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তরে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সরকার রাত ৮টা থেকে কারফিউ জারি করে এবং দুই দিনের জন্য স্কুল বন্ধ করে দেয়।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ফের স্কুল খুলল মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রে, কোভিড নিয়ে আতঙ্কে অভিভাবকরা

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার আতঙ্কের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে ফের খুলে গেল স্কুল। সোমবার সপ্তাহের শুরু থেকেই মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের সর্বত্রই কোভিড-বিধি মেনে খুলেছে স্কুল। সোমবার থেকে মহারাষ্ট্রে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়েছে, ফের শিক্ষাঙ্গনে ফিরে খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। তবে, অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক তো রয়েছেই কোভিড নিয়ে। চলতি মাসের শুরুতে মহারাষ্ট্র সরকার জানিয়েছিল, করোনা-সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জেরে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে সংক্রমণ ক্রমশ কমছে, তাই স্কুল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোমবার থেকেই রাজ্যে খুলে দেওয়া হয়েছে স্কুল। আপাতত ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের টিকা নেওয়ার ওপর জোর দেওয়ার হচ্ছে। স্কুলে মাস্ক ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আইএএস ক্যাডার বিধিতে প্রস্তাবিত সংশোধনী বাদ দেওয়ার দাবি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস (ক্যাডার) বিধিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। সোমবার তিনি বলেন, পদক্ষেপ আমাদের সংবিধানের গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে। তিনি আরও বলেন, প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি আইএএসের সর্বভারতীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করবে আইপিএস এবং আইএফএসদের। তাই তেলেঙ্গানা রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনীর তীব্র বিরোধিতা করছে। এটি একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ যা সাংবিধানিক কাঠামোর বিরুদ্ধে। এদিন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রস্তাবটি রাজ্যগুলিতে কর্মরত অফিসারদের উপর কেন্দ্রের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার একটি পদক্ষেপ। এটি রাজ্য সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ এবং তাদের মনোবল নষ্ট করার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে ওই কর্তাদের জবাবদিহি দিতে প্রভাবিত করবে। এটি এআইএস অফিসারদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে অসহায় হিসাবে উপস্থাপন করবে।

মণিপুর নির্বাচন : ২০ প্রার্থীর প্রথম তালিকা ঘোষণা এনপিপি-র

ইমফল, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ২০ প্রার্থীর প্রথম তালিকা ঘোষণা করেছে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)। আজ দলের সভাপতি তথা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা শিলং থেকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রথম ২০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছেন। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী এনপিপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৩ নম্বর খুরাই আসনে লইতনজাম জয়ানন্দ, ৪ নম্বর ক্ষেত্রীগাঁও আসনে শেখ নুরুল হাসান, ৬ নম্বর কেরাও এসি আসনে আলহাজ মহম্মদ নাসিরুদ্দিন খান, ১০ নম্বর উরিপক এসি আসনে ইয়ুমনাম জয়কুমার, ১ নম্বর কেশমথং এসি আসনে এল জয়ন্তকুমার, ১৩ নম্বর সিংহজামেই এসি আসনে ওইনাম রোমেন, ১৪ নম্বর ইয়াসকুল এসি আসনে হুইড্রম বিক্রমজিৎ, ১৭ নম্বর লামশাং এসি আসনে ডব্লিউ (ও) সুমতি দেবী, ১৮ নম্বর কনথৌজাম এসি আসনে কে শরৎ সিং, ২০ নম্বর ল্যাংথাবল এসি আসনে করম নবকিশোর সিং, ২২ নম্বর ওয়াঙ্গোই এসি আসনে কে লোকেন সিং, ২৩ নম্বর মায়াং ইমফল এসি আসনে ইউ রমেশ সিং, ২৫ নম্বর ওইনাম এসি আসনে আই (ও) নলিনী দেবী, ২৭ নম্বর মইরাং এসি আসনে টি শান্তি সিং, ৩৩ নম্বর হেইরক এসি আসনে এন দ্বিতেন সিং, ৩৪ নম্বর ওয়াংজিং টেনথা এসি আসনে উষাম মঙ্গলেম সিং, ৩৬ নম্বর ওয়াবাগাই এসি আসনে এম রঞ্জিত সিং, ৩৮ নম্বর হিয়াংলাম এসি আসনে মাইবাম ধনবীর সিং, ৪১ নম্বর চান্ডেল এসি আসনে লুনখোপাও (আপাও) এবং ৪৯ নম্বর তাদুবি এসি আসনে এন কাইশি।

প্রজাতন্ত্র দিবসে হাইলাকান্দিতে জাতীয় পতাকা তুলবেন জেলাশাসক

হাইলাকান্দি (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী বুধবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দির নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্টেডিয়ামে সরকারি উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা। এদিন সকাল নয়টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সমবেত কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করা হবে। এদিকে কোভিড বিধি অনুসারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন হলেও সেখানে কোনও কার্যসূচির আয়োজন করা হবে না। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই দিবস উপলক্ষ্যে অন্যান্য কার্যসূচির মধ্যে থাকবে সকাল ছয়টায় হাইলাকান্দি জেলা জনসংযোগ দফতরের মাইকযোগে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন, সকাল সাতটায় বেসরকারি বাড়ি এবং সকাল সাড়ে সাতটায় সরকারি ভবন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ৮-টা ৪৫ মিনিটে শহরের শহিদ বেদিতে শহিদ তর্পণ, সকাল ১১টায় হাইলাকান্দি কারাগারে বন্দি এবং এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ এবং সন্ধ্যা ছয়টায় সরকারি ভবনগুলিতে আলোকসজ্জা।

টিকাদানের গতি ফের মন্থর, ভারতে ১৬২.২৬-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেক কম টিকাকরণ হয়েছে ভারতে, তাও আবার করোনার স্ফীতির মধ্যেই। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ২৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৬৪ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৬২.২৬-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১, ৬২,২৬,০৭,৫১৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৭১.৬৯-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৪,৭৪, ৭৫৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭১,৬৯,৯৫, ৩৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৪,৭৪,৭৫৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ০৬ হাজার ০৬৪ জন।

ফিরছে স্বস্তি, ব্রিটেনে কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই নিম্নমুখী

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): অনেকগুলি খারাপ দিন প্রত্যক্ষ করার পর ধীরে ধীরে স্বস্তি ফিরছে ব্রিটেনে। ব্রিটেনে এই মুহূর্তে নিম্নমুখী কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুতেও রাশ টানা সম্ভব হয়েছে। ব্রিটেনে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৪ হাজার ৭৯৯ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই তুলনামূলক কম।

মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, সংক্রমণ চিন্তা বাড়াচ্ছে। ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫,৮৫৯,২৮৮ জন, মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৬২ জন। সুস্থতাও বাড়ছে, করোনাকে হারিয়ে ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১২,২২২,৩৭২ জন। ব্রিটেনে এই মুহূর্তে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির জন্য মূলত ওমিক্রনই দায়ী।

শীতে কাঁপছে দিল্লি, কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রবল ঠাণ্ডা ও শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। দিল্লিতে তো শীত রয়েছেই, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের কিছু জেলা ঠাণ্ডায় কাঁপছে। একইসঙ্গে রয়েছে ঘন কুয়াশার দাপটও। শীতে কাঁপছে মরুরাজ্য রাজস্থানও। সোমবার সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল রাজধানী দিল্লি, দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শীতের মধ্যেও দূষণ আর দিল্লির পিছুই ছাড়ছে না। রাজধানী ছাড়াও এখনও দূষণের কবলে দিল্লি সংলগ্ন নয়ডা, হরিয়ানার গুরুগ্রামও। দিল্লিতে এদিন সকাল আটটা নাগাদ সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ২৪৪, যা খারাপ। ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ ও নয়ডায় এদিন এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল যথাক্রমে ১৯৮, ১৭৬, ২৫৫ ও ২২৭। এই মুহূর্তে শীতের আমেজ উপভোগ করার পাশাপাশি বায়ুদূষণও সহ্য করতে হচ্ছে দিল্লির নাগরিকদের।

সোনিয়া-মনমোহন থেকে সচিন-হার্দিক, উত্তরপ্রদেশে ভোটের প্রচারে কংগ্রেসের ৩০ তারকা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে ভোটের প্রথম দফায় কারা কারা কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করবেন, সোমবার সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে কংগ্রেস নির্বাচনী প্রচারের জন্য যে তালিকা জমা দিয়েছে, সেখানে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী থেকে শুরু করে, হার্দিক পটেল, কানাহাইয়া কুমারের মতো জনপ্রিয় তরুণতুর্কি নেতাও রয়েছেন। তালিকায় মোট ৩০ জনের নাম রয়েছে। কংগ্রেসের প্রচার তালিকা একঝলক দেখলেই বোঝা যায়, উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

প্রথম দফার তিরিশ জনের তালিকায় অশোক গেহলত, গুলাম নবি আজাদ, ভূপিন্দর সিং হুডা, ভূপেশ বাঘেল, সলমন খুরশিদ, রাজ বব্বর, প্রমোদ তিওয়ারি, সচিন পাইলট থেকে শুরু করে প্রথমসারির কোনও নেতাকেই বাদ দেওয়া হয়নি।

প্রথম দফায় ১০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন। যোগী শাসনের অবসান ঘটাতে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আদাজল খেয়ে ভোট ময়াদানে নেমে পড়েছে কংগ্রেস। নির্বাচন শুরুর মুখে রায়বরেলি সদর আসনের বিধায়ক অদিতি সিং বিজেপিতে যোগ দিয়ে, কংগ্রেসকে ধাক্কা দিলেও রাহুল-প্রিয়াঙ্কারা এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। রায়বরেলিতে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার পিছনে, অদিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

দিল্লির সেশন কোর্টে জামিনের আবেদন বুল্লিবাই অ্যাপের শ্রষ্ঠা নীরজ বিষ্ণোই-র

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : বুল্লিবাই অ্যাপের অভিযুক্ত শ্রষ্ঠা নীরজ বিষ্ণোই সোমবার দিল্লির একটি সেশন আদালতে জামিনের আবেদন করেন। ২১ বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র বিষ্ণোই, যিনি গিটহাবের বুল্লি বাই অ্যাপের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী এবং শ্রষ্ঠা বলে অভিযুক্ত। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের ইন্টেলিজেন্স তাকে গ্রেফতার করে। আগামীকাল মঙ্গলবার অতিরিক্ত দায়রা জজ ধর্মেন্দ্র রানা বিষ্ণোইয়ের জামিনের আবেদনের শুনানির দিন ধার্য করেছেন। প্রসঙ্গত, এর আগে, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গত ১৩ জানুয়ারি নীরজ বিষ্ণোইয়ের জামিনের আবেদন খারিজ করে। চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পঙ্কজ শর্মা বলেছিলেন, অভিযোগের ব্যাপকতা এবং তদন্তের পর্যায়ে বিবেচনা করে, এই পর্যায়ে জামিন দেওয়ার জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি। আদালত আরও উল্লেখ করে, অভিযুক্তের কাজটি দৃশ্যত একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মহিলাদের মর্যাদা এবং সমাজের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবমাননা।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ডিমের কাবাব, কীভাবে তৈরি করবেন এই মুখরোচক স্ন্যাকস ? দেখে নিন

করোনা সংক্রমণ রুখতে দেশের অনেক রাজ্যেই এখনও চলছে লকডাউন। নিয়মের কড়াকড়িতে কিছুটা শিথিলতা এলেও, জনসাধারণকে অকারণে বাড়ি থেকে না বেরনোরই পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। এদিক গৃহবন্দি অবস্থায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। অনেকের ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে খিদে পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে সমস্যায় রয়েছে ছোটরা। চারবেলা তাদের জন্য মুখরোচক খাবার তৈরি করতে গিয়ে মায়েদের একদম নাজেহাল অবস্থা। আর তরুণ প্রজন্মের সমস্যা অন্য। 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর বেড়াজালে সব রুটিন বদলে গিয়েছে। অনেক সময় দিয়ে খাবার বানানোর পরিস্থিতি নেই বেশিরভাগের ক্ষেত্রে। তাই লকডাউনের স্বাদ বদল করতে সকলের জন্য রইল 'ডিমের কাবাব'- এর রেসিপি।

ডিম খেতে প্রায় সকলেই ভালবাসেন। আর এই খাবারে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন এবং অনেক পুষ্টিগুণ। তাই স্বাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা যাবে 'এগ কাবাব' বা ডিমের কাবাবের সাহায্যে।

জনপ্রিয় এই স্ন্যাকস তৈরি করতে কী কী প্রয়োজন?

সেদ্ধ করা ডিম, ময়দা, লঙ্কা গুঁড়ো বা কাঁচালঙ্কা কুচি, চাট মশলা, আদা-রসুন বাটা, সাদা তেল, পাউরুটির গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন। খুব সহজেই এই পদ তৈরি করা সম্ভব।

কীভাবে তৈরি করবেন ডিমের কাবাব?

প্রথমে একটা বড় বাটিতে সেদ্ধ ডিমগুলোকে ভেঙে নিন অর্থাত গ্রেট করে নিন। এবার একে একে সমস্ত মশলা অর্থাত লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, চাট মশলা, স্বাদমতো নুন ও অন্যান্য মশলা দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এরপর সামান্য ময়দা আর অল্প জল দিয়ে ময়দা মাখার মতো করে পুরো মিশ্রণ মেখে নিন। ভাল করে মাখা হলে গোল করে কাবাবের আকারে গড়ে নিন। তারপর পাউরুটির গুঁড়োয় ডুবিয়ে ওই কাবাবগুলো কোটিং করে সাদা তেলে ভেজে নিন। ডিপ ফ্রাই অর্থাত গাঢ় বাদামি রঙ হলে বুঝবেন কাবাব তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবে খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায়। এক্ষেত্রে একটু বেশি তেল লাগতে পারে। অর্থাত ছাঁকা তেলে ডিপ ফ্রাই করুন। গ্যাসের আঁচ মাঝামাঝি বা কমিয়েই রাখলে ভাল। পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

পরিবেশনের আগে টিস্যু পেপারে তেল ঝরিয়ে নিন। তারপর স্যালাড আর পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন এগ কাবাব।

দাঁতের হলদে ছোপ থেকে অচিরেই মুক্তি চান ? ভরসা রাখুন তেলের ভেষজ টোটকায়

মুখের সৌন্দর্যের একটা বড় রহস্য কিন্তু লুকিয়ে ধবধবে সাদা দাঁতে। কিন্তু দাঁত পরিষ্কার রাখার কোনও টোটকাই কাজে লাগছে না? কিংবা ব্রাশ করার পরেও নিশ্বাস থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে? কাজে লাগবে অয়েল পুলিং মেথড। প্রাচীন ভেষজ এই টোটকা দাঁতের হলদে ভাব দূর করার পাশাপাশি নিশ্বাসের দুর্গন্ধও দূর করে।

কী ভাবে করবেন অয়েল পুলিং ?

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ব্রাশ করার আগে এই ঘরোয়া পদ্ধতিটি প্রয়োগ করুন। প্রথমে এক টেবলচামচ তেল নিন। অয়েল পুলিং করার জন্য সবচেয়ে ভাল নারকেল তেল। কারণ এটি জীবাণুনাশক এবং সেইসঙ্গে মাড়ির প্রদাহ দূর করে। এ ছাড়া সেসমি অয়েল বা অলিভ অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন। প্রথম বার এক টেবল চামচ পরিমাণটা বেশি মনে হলে, আধ টেবল চামচ দিয়ে শুরু করতে পারেন। তারপর মুখে দিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করে যেতে হবে। প্রথমেই ১৫ মিনিট করতে খুব অসুবিধে হলে শুরুর দিকে ৫-১০ মিনিট করুন, তারপর ধীরে ধীরে সময়সীমা বাড়াবেন। তবে খেয়াল রাখবেন বাজারচলতি মাউথওয়াশ বা জল নিয়ে যে ভাবে নাড়াচাড়া করেন, সেটা করবেন না। কারণ তেল তুলনায় ভারী, মুখের পেশিতে টান লেগে যেতে পারে। আর একটা বিষয় লক্ষ রাখবেন, মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে তেলটা কোনওভাবেই গিলে ফেলবেন না। সব শেষে তেলটা কুলকুচি করে বেসিনে না ফেলে কোনও আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলুন।

এরপর দাঁত মাজবেন কি ?

তেলটা ফেলে দেওয়ার পর ভালভাবে মুখ ধুয়ে নিন। চাইলে দাঁত মাজতেই পারেন। তবে খানিকটা সময় বিরতি দেওয়া ভাল। আর অবশ্যই একটি আলাদা ব্রাশ রাখুন, যেটা শুধু অয়েল পুলিংয়ের পরই ব্যবহার করবেন, অন্য সময় নয়। প্রতিদিনের রুটিনে যদি এই অভ্যেস রাখেন তাহলে দাঁত তো সাদা হবেই, সেই সঙ্গে বজায় থাকবে সুস্বাস্থ্যও।

চাইনিজ প্রেমিক ? উইকেন্ডে স্বাদ বদলাতে ঘরেতেই বানান সেজুয়ান সস

চাইনিজের প্রতি অমোঘ ভক্তি রয়েছে বাঙালির। যাঁরা ঝাল খেতে পছন্দ করেন, এই ইন্দো-চাইনিজ ফিউশন সস সমস্ত মশালার প্রেমীদের মধ্যে হিট। ফ্রায়েড রাইস,নুডলসের পাশাপাশি মোমো, স্প্রিং রোলস, কাটলেটের সঙ্গেও সেজুয়ান সস দারুণ। শুকনো লাল মরিচ, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, সয়া সস, ভিনেগার, তিলের তেল এবং টমেটো কেচাপ দিয়ে তৈরি, এই মশলাদার সস আপনার ডিশকে অন্য মাত্রা দিতে বাধ্য। আপনি যে কোনও সময় চাইলে বানিয়ে নিতে পারেন, বেশি করে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে দীর্ঘদিন ধরে রেখেও দিতে পারেন। সেজুয়ান সস বানাতে কী কী লাগে ৬টি শুকনো লঙ্কা, ১ টেবিলস্পুন কুচনো আদা, ২ টেবিলস্পুন অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, ১ টেবিলস্পুন চিনি, স্বাদমতো নুন, হাফ কাপ জল, ২ টেবিলস্পুন কর্ন ফ্লাওয়ার, ১/৪ কাপ তিলের তেল, ৩ টেবিলস্পুন কুচনো রসুন, ২ টেবিলস্পুন সোয়া সস, ১/৪ টেবিলস্পুন গোল মরিচ, ২ টেবিলস্পুন টমেটো কেচাপ ও হাফ পেঁয়াজ কুচনো

কীভাবে করবেন

প্রথমে পেঁয়াজ কুচনো, আদা, রসুন একসঙ্গে গ্রিন্ড করুন। এবার শুকনো লংকা নিয়ে গরম জলে কয়েক মিনিট রেখে দিন। লংকাগুলি নরম হলে গ্রিন্ডারের মধ্যে গ্রিন্ড করুন। এবার একটি সসপ্যানে তেল গরম করুন, তাতে শুকনো লংকার পেস্ট দিয়ে কয়েক মিনিট স্যাতে করুন। তারপর পেঁয়াজের পেস্টটি প্যানের মধ্যে দিয়ে ২ মিনিট রান্না করুন।

এরপর একটি বোলে হাফ কাপ জলের মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার ভাল করে গুলে ওই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিন। তাতে অল্প জল দিন, গাঢ় করার জন্য কয়েকমিনিট রান্না করুন। কম আঁচে ১০ মিনিট রান্না করুন। সবশেষে স্বাদমতো নুন, চিনি, টমেটো কেচাপ, ভিনিগার, সোয়াসস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে রান্না করুন। ২ মিনিট রান্না করুন। সস গাঢ় হলে তেল উপরে ভাসতে দেখা যাবে। অল্প ঘেঁটে নিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। একটি পরিস্কার জারের মধ্যে রেখে ফ্রিজে রেখে দিলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে পারেন।

কোভিড মোকাবিলায় গ্রিন টির গুরুত্ব অপরিহার্য, সমীক্ষায় নয়া তথ্য

স্বাস্থ্যের জন্য গ্রিন টি এখন পছন্দের পানীয়। করোনা আবহে ইমিউনিটি বাড়াতে ও ভাইরাস থেকে দূরে থাকতে সকাল-সন্ধ্যে কাড়া খাওয়ার চল শুরু হয়েছে সর্বত্র। গ্রিন টি কোনও নতুন কিছু নয়। এর উপকারীতা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রায় সকলেরই জানা। হৃদরোগের ঝুঁকি, ওজন হ্রাস থেকে শুরু করে গোটা শরীরের দেখভালের জন্য গ্রিন টি বেশ উপকারী। সম্প্রতি নয়া তথ্য, কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক কাপ গ্রিন টি এক বিশেষ ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। আরএসসি অ্যাডভ্যান্স জার্নাল থেকে প্রকাশিত নয়া সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে টিঁকে থাকার লড়াইয়ে এক কাপ গ্রিন টি সাহায্য করতে পারে।

গ্রিন টির মধ্যে গ্যালোক্যাটাচিন নামক একপ্রকাল ঔষধি রয়েছে, যা সার্স-কোভ-২ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। সোওয়ানসি ইউনিভার্সিটি একাদেমির নয়া পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, এই ড্রাগ শুধু কোভিড ১৯ ভাইরাসকেই নয়, অন্যান্য মারণভাইরাস মোকাবিলাতেও সাহায্য করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে জানা গিয়েছে, কোভিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দরকার প্রচুর পরিমাণে গ্যালোক্যাটাচিন, যা গ্রিন টিতে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বর্তমানে গ্রিন এখন বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের নাগালেও এই ঘরোয়া টোটকা বেশ কার্যকরী হবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

চাইনিজ তো খেয়েছেন, এবার খান কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন ! রেসিপিটি জেনে নিন

চাইনিজ খাবার তো অনেক চেখেছেন, এবার কোরিয়ান খাবার মুখে তুলে দেখতে পারেন। যদি কোরিয়ার সংস্কৃতিতে মুদ্ধ হোন, তাহলে এই দেশের বিশাল ও বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার সম্পর্কেও কিছুটা সচেতন থাকবেন। কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন হল সেই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পদ, যা সমস্ত চিকেনপ্রেমীদের একবার চেখে দেখা প্রয়োজন এই লকডাউন পরিস্থিতিতে।

৪জনের জন্য কোরিয়ান স্টাইলে ফ্রায়েড চিকেন রান্না করতে কী কী লাগবে ও কীভাবে করবেন, তা দেখে নেওয়া যাক।

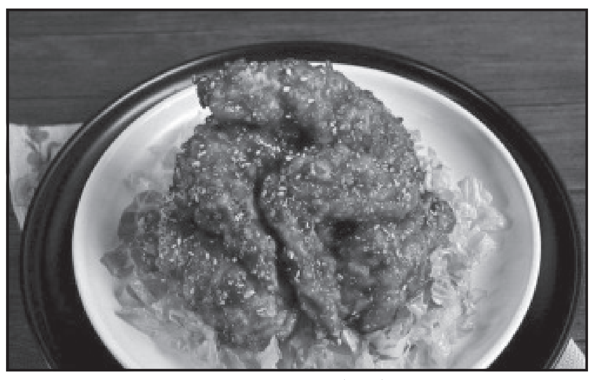

কী কী লাগবে- ৫০০গ্রাম বোনলেশ চিকেন, ৬ কোয়া রসুন, হাফ কাপ ময়দা, ১ চা চামচ চিনি, তেল, ২ টেবিলস্পুন তিলের তেল, ১ চা চামচ রসুনের পাউডার, ৪ টেবিলস্পুন সোয়াসস, ১ টি মাঝারি মাপের পেঁয়াজ, গোল মরিচ, ৩/৪ কাপ কর্ন স্টার্চ, জল, স্বাদমতো নুন, ২ চা চামচ তিল, ২ টেবিল স্পুন মধু

কীভাবে করবেন-

প্রথমে ম্যারিনেট করার জন্য একটি পাত্রের মধ্যে বোনলেশ চিকনগুলির সঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন, নুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন। প্রত্যেকটা চিকেনের গায়ে যেন পুরু আস্তরণ থাকে, তা খেয়াল রাখবেন। একঘন্টা ম্যারিনেট করতে দিন।

এবার আলাদা একটি বোলে কর্নস্টার্চ , ময়দা, চিন, গোলমরিচ, নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার তাতে জল দিয়ে ব্যাটাররটি মসৃণ বানান। এবার ম্যারিনেট করার চিকেনগুলি ডুবিয়ে আরও একটি স্তর বানান।

একটি কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তাতে চিকেনগুলি দিয়ে কড়া করে ভাজুন। বাদামি রঙের হয়ে গেলে তেল ঝরিয়ে তুলে ফেলুন।

পরিবেশনের আগে একটি সসপ্যানে ১/৪ কাপ জল নিন, তাতেত মধু, সোয়াসস, গার্লিক পাউডার ও তিলের তেল দিয়ে একি থকথকে মিশ্রণ তৈরি করুন। তাতে ভাজা চিকেনগুলি দিয়ে ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। একটি সুন্দর প্লেটের মধ্যে চিকেনগুলি রেখে তার উপর তিল ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

কানে শুনতে পাচ্ছেন না করোনা রোগী ? এমন অচেনা উপসর্গ নিয়ে চিন্তায় চিকিৎসকেরা

কানের ক্ষতি করে কি কোভিড? এমন ঘটনা আগে খেয়াল করেননি চিকিতসকেরা। করোনার ডেল্টা প্রজাতি এবার ভারতীয় চিকিতসকেদের ভাবনায় ফেলেছে। বেশ কিছু অচেনা উপসর্গ তাঁদের চিন্তায় ফেলেছে। কানে শুনতে সমস্যা হওয়া, গ্যাস্ট্রিক এবং রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার মতো কিছু অচেনা ক্ষতির চিহ্ন দেখা দিয়েছে ভারতে। চিকিতসকেরা টের পাচ্ছেন, এ সব হল নতুন প্রজাতির করোনাভাইরাসের কীর্তি। এ কথা জানাজানি হতে অবশ্য পুরনো কিছু ঘটনার কথাও উঠে আসছে। ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে কিছু রোগীর মধ্যে এ ধরেনর উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তখন কোভিডের সঙ্গে এর সম্পর্ক বোঝা যায়নি।

ডেল্টা বা বি.১.৬১৭.২ প্রজাতির ভাইরাসের খোঁজ মিলেছে মোট ৬০টি দেশে। এর ভয়ে বিভিন্ন দেশেই নতুন করে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সবর্ত যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। তবে আরও কত ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম এই প্রজাতির ভাইরাস, তা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। চিকিতসকেদের বক্তব্য, এখনও আরও গবেষণা প্রয়োজন এ বিষয়ে। তবেই বোঝা যাবে নতুন সব সমস্যার মূলে এই ভাইরাসই করেছে কিনা।

বহু রোগীর ক্ষেত্রেই গা গোলানো, বমিভাব, গায়ে ব্যথার সঙ্গে আরও সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে গ্যাংরিন হয়ে যাওয়া, কানে শুনতে না পাওয়া, খেতে ইচ্ছা না করা, গায়ে ব্যথার মতো সমস্যা খুব দেখা দিচ্ছে এ দেশের মানুষদের মধ্যে। দেশের নানা প্রান্তে কাজ করা ডাক্তারেরা এই নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন একে অপরের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিলে বিটা ও গামা প্রজাতির করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা ধরনের উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়নি।

চিকিতসকেরা তাই চিন্তায় ডেল্টা প্রজাতির ভাইরাস নিয়ে। এটি অন্য সবের তুলনায় বেশি ক্ষতিকর কিনা, তা নিয়েই চলছে গবেষণা। অনেক চিকিতসকের নজরে এসেছে, শিরার মধ্যে জমাট বেঁধে যাচ্ছে রক্ত। পেটের ভিতরের শিরায় তেমনটা হয়ে থাকলে তার থেকেই যন্ত্রণা হচ্ছে কি না, তা-ও ভাবাচ্ছে চিকিতসকেদের। বেশ কিছু করোনা রোগীর কানের চিকিতসা চলছে। একেবারেই শুনতে পাচ্ছেন না তাঁরা। গলার ভিতরে ফোলা ভাব এবং টন্সিলের সমস্যার কারণেও ভোগান্তি হচ্ছে অনেকের।

বাড়িতে বসে চটজলদি বানিয়ে ফেলুন রাজভোগ, রইল রেসিপি

বাঙালি আর মিষ্টি। একে অন্যের পরিপূরক। তা বলাই যেতে পারে। আর কলকাতা, বাঙালি বললে রসগোল্লা, রাজভোগ ছাড়া কিছু তো মাথায়ই আসে না। এই করোনা আর লকডাউনের সময় বাইরে থেকে কিছু খেতে মনটা খুঁতখুঁত করে তাই তো! তাহলে আর কী বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন পছন্দের রাজভোগ, রসগোল্লা। বাড়িতে কীভাবে বানাবেন? আপনাদের জন্য রইল রেসিপি। উপকরণ- পনির-২০০ গ্রাম কাজু- ১/৪ কাপ অ্যালমন্ড- ১/৪ কাপ এলাচগুড়ো- ১চা চামচ কেশর- পরিমাণ মতো পেস্তা- ১/৪ কাপ চিনি- ১কাপ জল-২কাপ দুধ-২চামচ প্রণালী প্রথমে কাজু, অ্যালমন্ড, পেস্তা ভাল করে বেটে নিন। আর অন্যদিকে কেশর দুধে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এরপর বাড়ির তৈরি ছানা অথবা পনিরও নিতে পারেন। ভাল করে পনির বা ছানাটিকে মাখুন। যাতে একদম স্মুথ হয়ে যায়। তারপর কেশর সমেত দুধ মিশিয়ে দিন ছানা বা পনিরের সঙ্গে। লেচির আকারে গড়ে রাখুন। লেচির ভিতর পুরের মতো করে বাদাম বাটা পুরে দিন। তারপর একটি বড় পাত্রে জল নিন। গরম করুন। গরম জলে ২চামচ চিনি মেশান। চিনি গুলে গেলে ছোট ছোট ছানার লেচিগুলি ফেলে দিন। কিছুক্ষণ চিনির রসে ফুটতে দিন। প্রায় ১৫ মিনিট মতো ফোটার পর একটি পাত্রে রাখুন ঠান্ডা হতে দিন। তারপর পরিবেশন করুন বাড়িতে বানানো রাজভোগ।

রোজকার খাবারে স্বাদ বদলাতে রান্না করুন থাই গ্রিন বিনস

রোজ রোজ ডাল-ভাত-তরকারির সেই একই স্বাদে অরুচি ধরে গিয়েছে? তাহলে ছুটির দিনে লাঞ্চে বা ডিনারে থাই খাবার রান্না করে দেখতে পারেন। গ্রিন বিনস আর ধনে পাতা- থাই বেসিল দিয়ে সুস্বাদু সাইড ডিশ বানাতে পারেন চটপট। আমিষ খেতে চাইলে তার উপর গ্রিলড ফিশ বা চিকেন সাজিয়ে দিতে পারেন। সেদ্ধ ভাতের সঙ্গে এই থাই রান্না পরিবেশন করতে পারেন।

কী কী লাগবে- ৫০০ গ্রাম গ্রিন বিনস, ১ চা চামচ তিলের তেল, ১ চা চামচ রাইস ওয়াইন বিনিগার, ১/৪ চা চামচ চিনি, ১/৮ থেকে ১/৪ চা চামচ রেড পিপার ফ্লেক্স (নাও দিতে পারেন), ১ রসুনের কোয়া থেঁতো করা, ১টি লেবর রস, ২ টেবিল স্পুন থাই বেসিল বা ধনে পাতা কুচনো, ২ টেবিল স্পুন ড্রাই রোস্টেড বাদাম কুচনো

কীভাবে করবেন- প্রথমে গরম জলে গ্রিন বিনসগুলিকে ভালো করে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হলে জল ঝরিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। একটি বোলের মধ্যে সেদ্ধ বিনসগুলির উপর তেল, রাইস বিনিগার, সোয়াসস, চিনি, রেড পিপার ফ্লেকস, রসুন ও লেবুর রস মেশান। গ্রিন বিনসের সঙ্গে সব উপকরণ একসঙ্গে টস করুন। পরিবেশনের আগে ধনেপাতা কুচনো ছড়িয়ে দিন। সঙ্গে উপরে দিয়ে কুচনো রোস্টেড বাদাম।

গরমে কলা হোক আপনার ফুড হ্যাবিটের অন্যতম সেরা উপাদান

আপনি কলাকে কি অবহেলা করেন? রোজকার খাদ্যাভ্যাসে এই ফলকে কি একটু দূরেই সরিয়ে রাখেন? তেমনটা করে থাকলে কিন্তু বলতেই হচ্ছে, আপনি ভুল করছেন। কেন বলছি এ কথা? আচ্ছা বেশ তাহলে জেনে নিন কলার গুণাবলীর বিষয়ে। কলাতে অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। আপনার ব্রেকফাস্টে যদি কলা থাকে তাহলে অ্যাসিডিটি, মাথা ধরা কিংবা পায়ে ক্র্যাম্প পড়েযাওয়ার মতো সমস্যাগুলোর দারুণ সমাধান করতে পারে। শরীরে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে এনার্জির প্রবল ঘাটতি ঘটে। যা আপনার সারাদিনের কাজে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। তাই দুপুরের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই কলাকে সঙ্গী করুন। দেখুন কেমন ফুরফুরে থাকে শরীর ও মন। যেহেতু কলা হজম করাটা সহজ, তাই শিশুদের খাদ্যতালিকাতেও কলাকে অবশ্যই রাখুন। দুধের সঙ্গে কলার কম্বিনেশন কিন্তু ছোটদের জন্য ভীষণ উপযোগী। আরও পড়ুন:এথনিক পোশাকে মজেছেন নিশা! লকডাউনের পর ট্রাই করতে পারেন আপনিও যাঁরা সারাদিনে ভীষণ কম খান। কিংবা সারাদিনে অফিস বা কাজের ভীষণ চাপ, তাঁদের জন্য কলার মতো আদর্শ খাবার খুব কমই আছে। বিশেষ করে যাঁরা পড়াশোনা বা কাজের জন্য রাত জাগেন তাদের জন্য তো বটেই। আর ব্যস্ত অনলাইন ক্লাসের মাঝে কলার মতো সহজলোভ্য আর পুষ্টিকর খাবার আর কীই বা হতে পারে!

সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যানের মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

জাতীয় ভোটার দিবসে মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে সভা, আধার সংযুক্তিকরণের জন্য ডিলারদের ই-পস

হাইলাকান্দি (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে আগামীকাল ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার হাইলাকান্দির মহিলা কলেজে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। জেলা নির্বাচনী শাখার উদ্যোগে এই সভা সকাল ১১টায় মহিলা কলেজের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া রেশনকার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত করার জন্য ডিলারদের ই-পস ডিভাইস মেশিন তুলে দেওয়া হয়েছে।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের পৃথক পৃথক দুই বিবৃতিতে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, হাইলাকান্দি শহরে অবস্থিত রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ এবং উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় এই ই-পস ডিভাইসগুলি তুলে দেন জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা। মোট ৬৭টি ডিভাইস আজ ডিলারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সভায় ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে আধার কার্ডের সঙ্গে রেশন কার্ড কীভাবে সংযুক্ত করা যায় তা দেখিয়ে দিতে প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিলাররা নিজেরাই এই সংযুক্তিকরণের কাজ করবেন।

পাক সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি আয়েশা মালিক

ইসলামাবাদ, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে প্রথম মহিলা বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন আয়েশা মালিক। আজ সোমবার ইসলামাবাদের সুপ্রিম কোর্ট ভবনেই শপথ গ্রহণ করেন তিনি।

নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডনে পড়াশোনার পর লাহোরেরই 'পাকিস্তানি কলেজ অফ ল'-তে হায়ার স্টাডিজ করেন আয়েশা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের ফেলো ছিলেন তিনি। বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক শাখায় গবেষণাপত্র রয়েছে তাঁর। এক সময়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের হয়ে সাংবাদিকতাও করেছেন তিনি। কাজ করেছেন অক্সফোর্ড রিপোর্ট অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল ইন দ্য ডোমেস্টিক কোর্টে। পাকিস্তানের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় শিক্ষার এমন চুড়োয় পৌঁছনো একটি নারীর পক্ষে নিছক সহজ ছিল না। তবে আয়েশা সেসব বাধা চূর্ণ করেছেন। ২০১২ সালে তিনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি হন। বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং নজিরবিহীন রায় দিয়েই ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন ৫৫ বছরের আয়েশা মালিক।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় থাকা এসপিজিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার দাবির শুনানি স্থগিত

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি হাইকোর্ট প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকা এসপিজিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার আবেদনের শুনানি পিছিয়ে দিল। প্রধান বিচারপতি ডি এন প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এপ্রিলে এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানির নির্দেশ দেয়। শুনানির সময়, আদালত আবেদনকারীকে দাবিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তায় ত্রুটির বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। অতএব, এখনই এ বিষয়ে কোনও আদেশ দেওয়া উচিত নয়। পিটিশনটি দায়ের করেছেন আশীষ কুমার। পিটিশনে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকা এসপিজিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী গোবিন্দ রামানন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত এবং এর প্রভাব সারা দেশে পড়বে। পিটিশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক পঞ্জাব সফরের সময় নিরাপত্তার ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, পঞ্জাব পুলিশের অযোগ্যতার কারণে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় ঘাটতি হয়েছে। আবেদনে এও বলা হয়েছে, এসপিজি আইনে পরিবর্তন এনে আরও ক্ষমতা দেওয়া হোক।

প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লি মেট্রো পরিষেবায় কাঁটছাট, বন্ধ থাকবে রাজপথ সংলগ্ন চারটি স্টেশন

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাবস্থাপনার কারণে কাঁটছাট করা হচ্ছে দিল্লি মেট্রোর পরিষেবা। পাশাপাশি বন্ধ থাকবে রাজপথ সংলগ্ন চারটি স্টেশন। এই চারটি স্টেশন হল-সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, উদ্যোগ ভবন, প্যাটেল চক ও লোক কল্যাণ মার্গ। দিল্লি মেট্রোর পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, সমস্ত মেট্রো পার্কিং লটগুলিও ২৫ জানুয়ারি সকাল টা থেকে ২৬ জানুয়ারি দুপুর দু''টো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। দিল্লি মেট্রোর লাইন-২ (এইচইউডিএ সিটি সেন্টার সময়পুর বাদলি) পরিষেবা বুধবার আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। দিল্লি মেট্রো বিবৃতিতে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সচিবালয় এবং উদ্যোগ ভবন মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ ও প্রস্থান দুপুর ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। প্যাটেল চক এবং লোক কল্যাণ মার্গ মেট্রো স্টেশনগুলিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান সকাল ৮.৪৫ থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

১৫ বা তার কম বয়সী শিশুদের প্রবেশ নিষেধ রাজপথের কুচকাওয়াজে

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : যাদের বয়স, ১৫ বা তার কম তাদের জন্য দিল্লির রাজপথে আসন্ন কুচকাওয়াজে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এছাড়াও যারা টিকা নেননি তাদেরও প্রবেশ নিষেধ। সোমবার সকালে দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এদিন জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে,যাঁরা করোনার দুটি টিকা নিয়েছেন, একমাত্র তারা প্রবেশ করতে পারবেন। তবে দেখাতে হবে কোভিড সার্টিফিকেট।মহড়া চলাকালীন মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। দিল্লি পুলিশের টুইটার হ্যান্ডেলে টুইট, 'করোনার দুটি টিকা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। যারা দুটি টিকা নিয়েছেন, একমাত্র তারাই কুচকাওয়াজ বসে দেখার অনুমতি পাবেন। তবে মহড়া চলাকালীন বা যিনি দেখতে এসেছে, তিনি যতক্ষণ থাকবেন, মুখে মাস্ক পরে থাকতে হবে। এবছর ১৫ বছর বা যাদের বয়স ১৫ বছরের নীচে, তাদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।'

শরদ পওয়ারের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন মোদী, আপ্লুত এনসিপি সুপ্রিমো

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। শরদ পওয়ার কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফোন করে এনসিপি সুপ্রিমোর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী। শরদ পওয়ারের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ ও শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এনসিপি প্রধান।

সোমবার শরদ পওয়ার নিজেই টুইট করে জানান তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। টুইটে এনসিপি প্রধান জানান, আমি করোনা-আক্রান্ত হলেও চিন্তার কোনও কারণ নেই। চিকিৎসকদের পরামর্শ তো চিৎিসা নিচ্ছি। তাঁর সান্নিধ্যে সম্প্রতি যাঁরা এসেছিলেন সকলকে কোভিড টেস্ট করার অনুরোধ জানিয়েছেন পওয়ার। এই টুইটের কিছু পরে আরও একটি টুইট করে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ফোন করে শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন।

ওমিক্রনই শেষ প্রজাতি না-কি আমরা খেলার একেবারে শেষলগ্নে বলা ভীষণ কঠিন : হু

জেনেভা, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): ওমিক্রনই কী করোনার শেষ রূপ, না-কি এরপরও আসতে পারে করোনার নতুন কোনও রূপ তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছেন, ওমিক্রন রূপই (কোভিড-১৯) শেষ প্রজাতি তা ধরে নেওয়া বিপজ্জনক। হু আরও জানিয়েছে, আমরা মহামারীর একেবারে শেষলগ্নে রয়েছে কি-না সেটা বলাও কঠিন।

করোনাভাইরাসের শেষ যে রূপটিকে 'ভেরিয়্যান্ট অব কনসার্ন' বলে নভেম্বরে ঘোষণা করেছে হু, সেটি ওমিক্রন। এই ওমিক্রন গোটা বিশ্বজুড়ে তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা সর্বত্রই ওমিক্রনের প্রকোপে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, বিশ্বের সিংহভাগ মানুষ টিকা নিয়ে নেওয়ায় ওমিক্রনের ভয় তুলনামূলক কম।

দলবদলের পালা চলছেই, এবার বিজেপিতে শামিল সপা বিধায়ক সুভাষ রাই

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): ভোট আসছে উত্তর প্রদেশে, তার আগে উত্তর প্রদেশের নেতা-নেত্রীদের দলবদলের পালা চলছেই। এবার সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দিলেন অখিলেশ যাদবের দলের বিধায়ক সুভাষ রাই। জালালপুর আসনের বিধায়ক হলেন সুভাষ রাই। সোমবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও দীনেশ শর্মা এবং উত্তর প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিংয়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সুভাষ রাই।

গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার পর সুভাষ রাই জানিয়েছেন, 'রাজ্যে আইনের শাসন বিদ্যমান। রাজ্যে শান্তি ও জাতীয়তাবাদের চেতনা ঊর্ধে রয়েছে।' সমাজবাদী পার্টির আগে বিজেপিতেই ছিলেন সুভাষ রাই, এদিন উত্তর প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্রদেব সিং তাঁকে দলে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'ঘর ওয়াপসি হল।'

হরিয়ানায় আপাতত খুলছে না স্কুল, শিক্ষামন্ত্রী জানালেন কোনও সিদ্ধান্তই হয়নি

চন্ডীগড়, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): হরিয়ানায় আপাতত খুলছে না স্কুল। সোমবার হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী কানওয়ার পাল জানিয়েছেন, রাজ্যে স্কুল খোলার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, স্কুল খোলার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। করোনার সংক্রমণ কমলেই স্কুল খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী কানওয়ার পাল জানিয়েছেন, 'রাজ্যে স্কুল খোলার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যদিও আমরা বিভিন্ন দিনে ৩৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে স্কুল খোলার পরিকল্পনা করেছি..., কিন্তু এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কোভিড সংক্রমণ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে চিন্তা করতে পারি (স্কুল পুনরায় খোলা)...।'

উত্তর প্রদেশ ভোটে কংগ্রেসের তারকা প্রচারক সোনিয়া, মনমোহন, তালিকায় রাহুল-প্রিয়াঙ্কাও

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): কিছু দিন পরই উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে সোমবার প্রথম দফার ভোটের জন্য তারকা প্রচারকদের নামের তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। তারকা প্রচারক হিসেবে মোট ৩০ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই নাম তালিকায় নাম রয়েছে কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নাম। এছাড়াও রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, গুলাম নবী আজাদ, অশোক গেহলট প্রমুখের নাম রয়েছে তারকা প্রচারকের তালিকায়। তারকা প্রচারকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পেয়েছেন ভুপেশ বাঘেল, সচিন পাইলটও। সোমবার প্রকাশিত মোট ৩০ জনের তালিকায় আরও যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা হলেন, ভুপিন্দর সিং হুডা, রাজ বব্বর, আর পি এন সিং, কানহাইয়া কুমার, হার্দিক প্যাটেল, সুপ্রিয়া শ্রীনাতে প্রমুখ।

আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে কাঁপল জোরালো ভূমিকম্পে, তীব্রতা ৫.৩

কাবুল, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৩। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৬.৫০ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল কাবুল থেকে ১২৯ কিলোমিটার উত্তরে। গভীরতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে, যদিও ভূমিকম্পে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর এখনও পাওয়া যায়নি। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে ৫.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আফগানিস্তানের ফায়জাবাদ থেকে ১৯৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে ৪২২ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে এবং জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি থেকে ৫৪১ কিলোমিটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে অযোধ্যায় বড়সড় রেল দুর্ঘটনা ঘটানোর ষড়যন্ত্র ফাঁস

অযোধ্যা, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় বড়সড় রেল অন্তর্ঘাতের ষড়যন্ত্র ফাঁস। সোমবার সকালে অযোধ্যার জালপাতালের রেল পুলে রেল ট্র্যাকের নাট-বল্টু খোলা অবস্থায় মেলে। মনে করা হচ্ছে, রেল দুর্ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনায় কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করেছে। ঘটনায় রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন লখনউয়ের ডিভিশনাল রেলওয়ে মেনেজার।

আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় গোটা দেশ জুড়ে হাই অ্যালার্ট। এছাড়া উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অযোধ্যা জুড়েও কড়া নজরদারি। তার জেরেই নজরে আসে এই ঘটনা। জানা গিয়েছে, অযোধ্যা ধামের রানোপালীর কাছে রেলওয়ে ট্র্যাকের ৬টি ফিশপ্লেটের নাট-বল্টু খুলে রাখা হয়।

সোমবার সকালে রেলকর্মীরা ট্র্যাক পরীক্ষা করতে গেলে বিষয়টি তাদের নজরে আসে। মনে করা হচ্ছে রাতের অন্ধকারের সুযোগেই কেউ বা কারা এই নাট-বল্টুগুলো খুলে রেখেছিল। তারপর সকাল থেকে ওই রেল লাইন দিয়ে বেশ কয়েকটি ট্রেন গেলেও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। রেলওয়ে আধিকারিকদের মতে, ট্রেনগুলির গতি কম থাকায় লাইনের নাটবল্টু খোলা থাকায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু, গতি বেশি থাকলে কী মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারত ভেবেই আতঙ্কে রেল কর্তৃপক্ষ। আরপিএফ ও অযোধ্যা পুলিশ যৌথভাবে এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

পঞ্জাবে ত্রিকোণ জোটের আসন বন্টন; ৬৫টি আসনে লড়বে বিজেপি, বাকি আসনে জোটসঙ্গীরা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ত্রিকোণ জোটের আসন ভাগাভাগি হয়ে গেল। পঞ্জাবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ৬৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ভারতীয় জনতা পার্টি, ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের পঞ্জাব লোক কংগ্রেস লড়বে ৩৭টি আসনে এবং শিরোমনি অকালি দল (সংযুক্ত) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ১৫টি আসনে। সোমবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন জোটসঙ্গীরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, 'বিজেপি, পঞ্জাব লোক কংগ্রেস এবং সংযুক্ত আকালি দল-ধিন্ডসার মধ্যে পঞ্জাবে যে এনডিএ জোট হয়েছে, আমরা সকলে একত্রে পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছি।

বিজেপি ৬৫টি আসনে, পঞ্জাব লোক কংগ্রেস ৩৭টি আসনে এবং সংযুক্ত আকালি দল-ধিন্ডসা ১৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।' নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'পঞ্জাব একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পঞ্জাবে একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকার থাকা প্রয়োজন। পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড আমাদের দেশের জন্য কেমন ছিল, তা আমরা জানি। আমরা দেখেছি সেখানে মাদক ও অস্ত্র পাচারের চেষ্টা হচ্ছে।' উল্লেখ্য, পঞ্জাবে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১১৭।

দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পঞ্জাবে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন : নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকারের অতি প্রয়োজন পঞ্জাবে। বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সোমবার ত্রিকোণ জোটের আসন বন্টনের ঘোষণা করা হয়। এই সাংবাদিক বৈঠকে নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'পঞ্জাব একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পঞ্জাবে একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী সরকার থাকা প্রয়োজন। পাকিস্তানের কর্মকাণ্ড আমাদের দেশের জন্য কেমন ছিল, তা আমরা সবাই জানি। আমরা দেখেছি সেখানে মাদক ও অস্ত্র পাচারের চেষ্টা হচ্ছে।'

নাড্ডা আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু লাইনচ্যুত করার কুৎসিত প্রচেষ্টা, দেশবিরোধীরা করছে। পঞ্জাবে এবারের ভোট শুধুমাত্র ক্ষমতা পরিবর্তনের মাধ্যম নয়, সরকার পরিবর্তনই নির্বাচনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়।

এবারের ভোট ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করার জন্য এবং পঞ্জাবে স্থিরতা আনার জন্য। পঞ্জাব সুরক্ষিত থাকলে দেশও সুরক্ষিত থাকবে।' নাড্ডার কথায়, 'মাফিয়ারাজ পঞ্জাবকে শেষ করে দিচ্ছে। জমি মাফিয়া, বালি মাফিয়া, মাদক মাফিয়া পঞ্জাবকে শেষ করে দিচ্ছে। এজন্য মাফিয়ারাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে এনডিএ জোট একটি অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলছে।'

রঙিয়ায় নির্মাণস্থলে তিন যুব-শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু, সংকটজনক এক

রঙিয়া (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : একটি নির্মাণস্থলে তিন-তিনজন যুবকের রহস্য-মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে রঙিয়ায়। এছাড়া একজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। ঘটনা কামরূপ গ্রামীণ জেলার রঙিয়া মহকুমার অন্তর্গত বাইহাটা চারিআলির বড়পলহায় সংঘটিত হয়েছে। মৃত যুবকদের যথাক্রমে রঙিয়া মহকুমমার তেরেকুচির বাবুল হুসেন, নিতেনির মোজাফর আলি এবং ধুহিবালার রাতুল আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধারকৃত যুবক একই গ্রামের সফিকুল আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কৃষিখেতে রাজ্য সরকারের জলসেচ বিভাগের সৌরশক্তি পরিচালিত প্যানাল নির্মাণকার্যের চুক্তিবদ্ধ দৈনিক হাজিরার শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা। রাঙিয়ার তেরেকুচি গ্রামের জনৈক রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে চার যুবক কজে যোগ দিয়েছিলেন। আজ ভোরে স্থানীয় জনতা ঘটনাটি শুনে খবর দেন নিকটবর্তী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ রঙিয়া হাসপাতালে গিয়ে নিহত তিনজনকে উদ্ধার করে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি সংকটজনক অবস্থায় চতুর্থ শ্রমিককে হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেছে পুলিশ।

ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এই খবর লেখা পর্যন্ত তাদের মৃত্যু এবং অসুস্থ হওয়ার নিশ্চিত কারণ পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। ময়না তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় পুলিশ। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, গতকাল রাতে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। গতরাতে মাঠে অন্যদিনের মতো অস্থায়ী তাবুর ভিতরে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাদের শৌচ-বমি, সঙ্গে প্রচণ্ড পেটে ব্যথা শুরু হয়।

ঘটনা সম্পর্কে রাতেই মোবাইল ফোনে তেরাকুচিতে তাঁদের ঘরে খবর দেন সহকর্মীরা। ফোনে অসুস্থতার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিবারের মানুষজন এসে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঠেলাগাড়ি দিয়ে চারজনকে মাঠের তাবু থেকে উদ্ধার করে রঙিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত ডাক্তার তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ অফিসার বলেন, নিহত ও অসুস্থদের পরিবারের মানুষ সন্দেহ করছেন, রাতের খাবার খেয়ে বিষক্রিয়ার ফলে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবে কোনও দুষ্কৃতী তাদের খাদ্যে বিষ দিয়েছে, অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগী পরিবারবর্গ।

ফলে গোটা ঘটনাকে রহস্যজনক ঠেকছে, বলেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার। তিনি বলেন, প্রায় ২০ দিন আগে এঁরা এই নির্মাণস্থলে এসে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাকে খুনঘটিত বলেও কোনও ক্ল্যু পাচ্ছেন না তাঁরা।

কেন রাখা হচ্ছে না রাজ্যের নেতাজি-ট্যাবলো, কলকাতা হাই কোর্টে ব্যাখ্যা কেন্দ্রের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : নেতাজির তৈরি আজাদ হিন্দ ফৌজ (আইএনএ) নৌবিদ্রোহের সময় যোগ দিয়েছিল ভারতীয় সেনার সঙ্গে। সে সময় নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে একটি ট্যাবলো তৈরি হয়েছে। সে জন্যই আলাদা করে ওই ট্যাবলোর রাখা হয়নি

সোমবার কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই জে দস্তুর এই যুক্তি দিয়েই প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ট্যাবলো বাতিল নিয়ে কেন্দ্রের যুক্তি তুলে ধরেন আদালতে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন আধারিত প্রস্তাবিত ট্যাবলো বাদ দেওয়া নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে দস্তুর একথা জানান।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে নেতাজির ট্যাবলো বাতিলের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লেখেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাতেও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে বদল হয়নি। এরপর গত বৃহস্পতিবার আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার কলকাতা হাই কোর্টে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। সেই মামলারই শুনানি হয়েছে সোমবার।

শুনানির সময়, রমাপ্রসাদ আদালতে সওয়াল করেন, "কোন পরিস্থিতিতে নেতাজির ট্যাবলো বাতিল হল? কেন শুধু নেতাজির ট্যাবলোকে বাদ দেওয়া হল?" তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, "এত দেরি করে কেন এলেন?" এত কম সময়ের মধ্যে আদালত কী করতে পারবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এরপর কেন্দ্রের হয়ে সওয়াল করেন কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ওয়াই জে দস্তুর।

সওয়ালে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বার বার তুলে ধরেন, কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজির বিষয়ে কতটা সজাগ। তিনি বলেন, "২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশের কাজ শুরু করে। সারা দেশ নেতাজিকে নিয়ে গর্ব করে। তিনি আমাদের আইকন। তাঁর হলোগ্রাম বসানো হয়েছে। আগস্টে মূর্তিও বসানো হবে। এটা মনে রাখতে হবে নেতাজি শুধু বাংলার নন, সারা ভারতের।" ট্যাবলো নিয়ে কেন্দ্রের যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে দস্তুর বলেন, "সব কিছুর নিয়ম আছে। ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহের সময় ভারতীয় সেনার সঙ্গে আইএনএ যুক্ত ছিল। সে সময় বহু সেনা নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আইএনএ-র সেনারাও। তাঁদের প্রতি সম্মানজ্ঞাপন করে একটি ট্যাবলো তৈরি হয়েছে। সে জন্যই আলাদা করে ওই নেতাজির ট্যাবলো রাখা হয়নি।" এই মামলার শুনানি শেষ। সোমবার বিকালেই মামলার রায় দিতে পারে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

২ ফেব্রুয়ারি অবধি বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দিল্লিতে, বুধের পর কাঁপবে রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ২ ফেব্রুয়ারি অবধি বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই রাজধানী দিল্লিতে। এই সময়ে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও। সোমবার এমনটাই জানালেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর আবহবিজ্ঞানী আর কে জেনামানি। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ২৬ জানুয়ারি, বুধবারের পর থেকেই শৈত্যপ্রবাহে কাঁপবে দিল্লি। তাঁর কথায়, ২ ফেব্রুয়ারি অবধি দিল্লি, পঞ্জাব ও হরিয়ানায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। পূর্বের দিকে অগ্রসর হয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। এই সমস্ত অঞ্চলে ১৫-১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা। ২৬ জানুয়ারির পর শৈত্যপ্রবাহ বাড়বে দিল্লিতে। সোমবারও জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা ছিল দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। দিল্লিতে তো শীত রয়েছেই, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের কিছু জেলাও এদিন ঠাণ্ডায় রীতিমতো কাঁপতে থাকে। একইসঙ্গে ছিল ঘন কুয়াশার দাপটও। শীতে কাঁপছে মরুরাজ্য রাজস্থানও। সোমবার সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল রাজধানী দিল্লি, দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতের মধ্যেও দূষণ আর দিল্লির পিছুই ছাড়ছে না। রাজধানী ছাড়াও এখনও দূষণের কবলে দিল্লি সংলগ্ন নয়ডা, হরিয়ানার গুরুগ্রামও। দিল্লিতে এদিন সকাল আটটা নাগাদ সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ২৪৪, যা খারাপ। ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ ও নয়ডায় এদিন এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল যথাক্রমে ১৯৮, ১৭৬, ২৫৫ ও ২২৭। এই মুহূর্তে শীতের আমেজ উপভোগ করার পাশাপাশি বায়ুদূষণও সহ্য করতে হচ্ছে দিল্লির নাগরিকদের।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের কঠোর নজরদারী।

কোভিড-সংক্রমণ কমে ৩.০৬ লক্ষাধিক একদিনে ভারতে মৃত্যু ৪৩৯ জনের

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে অনেকটাই কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। তবে এখনও দৈনিক-সংক্রমণ থাকল তিন লক্ষের উপরই। বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের হারও। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ০৬ হাজার ০৬৪ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় ২৭ হাজার ৪৬৯ কম। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৪৩৯ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যাও আগের দিনের তুলনায় কমেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ২০.৭৫ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২, ২৪,৯৩,৩৫-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৬২,১৩০ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৫.৬৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ২৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৬৪ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৬২,২৬,০৭,৫১৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৩৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৯,৮৪৮ জন (১.২৪ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৪৩,৪৯৫ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৬৮,০৪,১৪৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৩.০৭ শতাংশ। নতুন করে ৩,০৬,০৬৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯৫,৪৩,৩২৮ জন।

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা কাশ্মীরে আইজিপি-র আশ্বাস শান্তিপূর্ণ হবে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

শ্রীনগর, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকাকে। সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে জম্মুকেও। জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্র নজরদারি চালাচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ও সেনাবাহিনী। ড্রোনের সাহায্যেও চলছে নজরদারি। কাউকে সন্দেহজনক মনে হলেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে সোমবার সকালে শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফুল ড্রেস মহড়া করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এবার শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবস। কাশ্মীরের আইজিপি-র কথায়, 'জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী ও সেনাবাহিনী নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে। পাশাপাশি ড্রোনে নজরদারি চালানো হচ্ছে...প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান যাতে শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয় তা নিশ্চিত করতেই হবে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদয়পুরে প্রতিভাবান শিল্পীর স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জানুয়ারি।। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উদয়পুরের তরুণ শিল্পী শান্তনু সাহার অকাল প্রয়াণ হয় ২০২১ সালের ২৪শে জানুয়ারি। উদয়পুরের শিল্পী মহল থেকে শুরু করে বিশিষ্ট জন, সাধারণ মানুষ সবাই শোকে কাতর হয়ে উঠেন, কান্নায় ভেঙ্গে পরে উদয়পুর শহর। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সের এই প্রতিভাবান শিল্পী তথা গাজন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রানপুরুষের অকাল মৃত্যু কে কেউ সেদিন মেনে নিতে পারেন নি। দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত। আজ ছিলো স্বর্গীয় শিল্পীর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী। আজ উদয়পুর টাউনহলে দুপুর সাড়ে বারোটায় শিল্পীর স্মৃতি তে এক স্মরণ সভার আয়োজন করে উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চ, গাজন পরিষদ এবং বি .এস .ইউ মেধা অন্বেষার উদয়পুর শাখা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, সহকারী পুরপিতা অনুপম চৌধুরী, মেধা অন্বেষার কনভেনর বিশিষ্ট শিক্ষিকা স্বপ্না দাশগুপ্ত, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদয়পুরস্থিত গোমতি জেলা কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা, সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক সুবীর দাস, অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষিকা রেখা রায় প্রমুখ। শিল্পীর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুভ সূচনা হয়। স্মৃতিচারণায় বিভিন্ন বক্তারা তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

স্মরণসভায় বি. এস. ইউ মেধা অন্বেষার উদয়পুর শাখার পক্ষ থেকে ৩০ (ত্রিশ)জন দুঃস্থ ব্যক্তির হাতে শীতবস্ত্র ও কম্বল তুলে দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে এবছর থেকেই শিল্পী শান্তনু সাহা স্মৃতি পুরস্কার প্রতিবছর শিল্প সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য নির্বাচিত শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে স্বাগত ভাষনে ঘোষণা দেন কনভেনর স্বপ্না দাশগুপ্ত।

এবছর শান্তনু সাহা স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় কলাউৎসবে গোমতীজেলার তিনজন জাতীয়পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে। তারা হলেন - প্রলয় দে (চিত্রাঙ্কন) , ফাইসিকাং জমাতিয়া (লোকনৃত্য) , উদয়পুরের সাপ্তাহিক পত্রিকা আঞ্চলিক কাগজের সম্পাদক ভাস্কর মোদকের মেয়ে শ্রেয়া মোদক (উচ্চাঙ্গ সংগীত)। বিজয়ীদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক সহ একহাজার টাকা করে অর্থরাশি তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার তুলে দেন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার এবং অনুপম চৌধুরী। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন গাজন পরিষদের বর্তমান সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন তনয়দীপ রায়। স্মরণসভায় অশ্রুসিক্ত নয়নে শিল্পীর স্মৃতিচারণা ছিল আজও লক্ষ্যনীয়।।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় তাকে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে তাকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই ঋণগ্রস্ত অভিমানিনী মহিলা। মহিলার পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন, ঋণের দায়ে এবং অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে শম্ভু দাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

রাজ্য সফরে

● প্রথম পাতার পর

সম্মানের বিষয়। তাঁর আশীর্বাদ এবং বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা পাওয়ার এক চমৎকার সুযোগ পেয়েছি।

ধারণা করা হচ্ছে, মোহন ভাগবতের ত্রিপুরা প্রবাসে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেকটা বদল আসতে চলেছে। ২০১৭ সালেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর ত্রিপুরা সফর বিজেপির বিজয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠন হওয়ার পরও তিনি এসেছিলেন। আবারও তাঁর সফরে শাসকদল বিজেপি অতিরিক্ত টনিক পাবে, এমনটা মনে করা হচ্ছে।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

উন্নয়নমূলক কাজ করার তালিকা নিয়ে সচিবালয়ে আমার অফিসকক্ষে এসেছিলেন রূপঙ্কর। আজ হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর খবর আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে গেছে।

তিনি বলেন, আমি রূপঙ্করের মৃত্যুর খবর শুনে কয়েক মুহুর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না এই সম্ভাবনাময় ও প্রতিভাবান ছেলেটি আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। এই দুঃসময়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

এদিকে, তাঁর শেষ যাত্রায় উপস্থিত থাকতে ছুটে গিয়েছিলেন সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, সাব্রুমের মনুবাজারে আজ চোখের জলে শেষ বিদায় জানালাম অনুজ রূপঙ্কর দে-কে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের জনতার উপস্থিতিতে মানুষের ফুলেল ভালোবাসায় শেষযাত্রায় সিক্ত হল প্রয়াত রূপঙ্কর। সহস্রাধিক মানুষ শেষবারের মতো বিনম্র শ্রদ্ধা আর চোখের জলে বিদায় জানালেন তাদের প্রিয় এই যুবনেতাকে। রূপঙ্কর যেখানেই থাকিস ভালো থাকিস ভাই, বিষাদের সুরে বলেন তিনি। রূপঙ্করের মৃত্যুতে আজ বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা: মানিক সাহা এবং দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন।

তিনটি লিফট অচল

● প্রথম পাতার পর

ত্রুটি সারাইয়ে সর্বক্ষণের জন্য কাউকে পাওয়া যায় না। ফলে, লিফটের সমস্যা আইজিএমে নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাড়িয়েছে।

এ-বিষয়ে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল সুপার তথা পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা: রাধা দেব্বর্মা জানান, লিফট সারাইয়ে পূর্ত দফতরের মেকানিক্যাল ডিভিশনের কাছে দরপত্র আহবান করার জন্য অনেক আগেই বলা হয়েছে। কিন্ত, এখনো দরপত্র আহবান করা হয়নি। তবে, শীঘ্রই এ-বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি দাবি করেন। কিন্ত প্রশ্ন উঠেছে, দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের কর্তারা আরও গুরুত্ব সহকারে তদ্বির করলেন না কেন? আইজিএম হাসপাতালে প্রতিদিন প্রচুর রোগী চিকিতা নিতে যান। এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে লিফটের সমস্যা সমাধানে উর্দতন কর্তৃপক্ষ আরও বেশি আন্তরিক এবং দায়িত্বশীল হচ্ছেন না কেন? রহস্য কোথায়?

গোড়ায় গলদ রয়েছে। তার জন্য পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত বলেই অনেকে মনে করেন। এই বহুতল ভবনটি নাগার্জুনা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি নির্মাণের যাবতীয় দায়িত্বে ছিল। তখন নির্মাণ কাজের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন এসই প্রজেক্ট অলক চক্রবর্তী। তাছাড়া ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার অসিত ভৌমিক এবং সঞ্চিতা দাস। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল নির্মাণে রেম্প তৈরী অত্যন্ত আবশ্যিক তা ভুলে গেলেন কেমন করে তাঁরা? হয়তো, ইচ্ছে করেই রেম্প বাদ দিয়েই বহুতল নির্মাণের ডিজাইন অনুমোদন দিয়েছে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা।

লিফটে যান্ত্রিক ত্রুটি হতেই পারে, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া, বহুতলে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় লিফট ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়। সে ক্ষেত্রে সিড়ি এবং রেম্প ব্যবহার করেই রোগীদের নামানো হয়। বিশেষ করে মুমুর্ষ রোগীদের ক্ষেত্রে রেম্প অত্যন্ত জরুরি। অথচ, পঞ্চম তলে আইসিইউ থাকলেও, রেম্প রাখা উচিত বলে মনে করেননি তদানিন্তন শাসক। ফলে, এখন সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটিতে লিফট বিকল হয়ে গেলে রোগী ও রোগীর পরিবারের সামনে ভয়ানক বিপদ নেমে আসে। একথা ঠিক রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারের আন্তরিকতায় কোন অভাব না থাকলেও, আমলাদের উদাসীনতা মানুষের হয়রানির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তারই মাশুল দিতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। একাংশ আমলাদের চরম উদাসীনতা সমগ্র ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে সচেষ্ট হয়েছে।

আজকে একসাথে তিনটি লিফট বিকল হয়ে যাওয়ার ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, রাজ্য সরকার এবং রোগীরা কতটা অসহায়। একটি গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে আট ঘন্টা লিফট বিকল হয়ে থাকার দায় কেউ নিতে চাইছেন না। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ শুধুই একে অপরের দিকে দায়ভার ঠেলে দিয়ে দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। এছাড়া বিধায়ক তথা আইজিএম হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডা: দিলীপ দাসের লিফটের সমস্যা নিয়ে অসহয়াত্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, গত এক বছরের বেশি সময় ধরে হাসপাতালের সমস্ত লিফট স্থায়ী ভাবে সরাইয়ের জন্য নানাভাবে চেষ্টা সত্বেও সাফল্য মিলেনি। প্রশাসনিক কর্তাদের উদাসীনতা সরকারের সদিচ্ছাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। আজ বেলা দশটা নাগাদ কিছুক্ষণের জন্য জেনারেটরের সাহায্যে লিফট চালু করা হয়। তাতে, ডায়ালাইসিসের এবং মুমুর্ষ রোগীদের ইউনিটে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। তারপর সন্ধ্যের মধ্যে তিনটি লিফট চালু করা হয়েছে। কি করে দিনের পর দিন তিনটের মধ্যে প্রায় দুইটি লিফট যেখানে বেশিরভাগ সময় বিকল থাকে, আজ আট ঘন্টার বেশি সময় তিনটি লিফট বিকল থাকার পর বিকেলের দিকে তিনটি লিফট সচল হয়ে যায়। কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। লিফট সচল করার ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে ঠেলার নাম বাবাজি। এই লিফট বিকলের পেছনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের চিহ্নিত করে প্রশাসনিক ভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

তাদের সাথে কথা বলে খুবই খুশি হন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এরপর টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের বোরাখাস্থিত ইকো কোম্পানির সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, ডিআইজি সৌমিত্র ধর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার রমেশ রেড্ডি, দ্বিতীয় বাহিনীর কমাণ্ডেন্ট পিনাকী সামন্ত সহ পদস্থ আধিকারিকগণ। কোম্পানি সদর দপ্তরের ব্যারাক, অফিস, কিচেন সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যারাকগুলি পরিদর্শন করতেই এই সফর। জওয়ানদের জীবন শৈলী, থাকা ও খাওয়ার কি ব্যবস্থা রয়েছে, ব্যারাকের অবস্থা কেমন রয়েছে কিংবা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কেমন চলছে সেটা জানা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরম দায়িত্ব রয়েছে। অন্তত ফৌজের অন্তিম ব্যক্তি বা কনস্টেবল কিভাবে, কোথায় রয়েছেন তা চাক্ষুস করা প্রয়োজন। ঘরে বসে পর্যালোচনা বৈঠক করলেই হবে না। বাস্তবে সেটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুন্দর মানসিকতা, সদর্থক ভাবনা চিন্তার বিকাশ ঘটে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে পেলে। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ মানসিকতা থাকলে কাজের উৎসাহও বৃদ্ধি পায়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এরপর বিনন কোবরাস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের ক্যাম্পের হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন করেন। সেখানও ব্যারাক সহ ক্যাম্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিদর্শন করেন তিনি। সেই সাথে ক্যাম্প চত্বরে আয়োজিত সৈনিক সম্মেলনে অংশ নেন। সেখানে জওয়ান ও আধিকারিকগণের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের থাকা খাওয়া থেকে শুরু করে পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়েও খোঁজ খবর নেন। এর পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সময়ে তাদের বিভিন্ন অভি'তা সম্পর্কে অবগত হন।

পরিস্থিতি

● প্রথম পাতার পর

দফতরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের বাণিজ্যিক অথবা ব্যক্তিগত যানবাহনে করে ইউক্রেন ছাড়া উচিত। দূতাবাসের জন্য যেসব কর্মী খুব বেশি জরুরি নয় তাদেরও ইউক্রেন ছাড়তে বলা হয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালালে সেখানকার মার্কিন দূতাবাসের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। এ অবস্থায় কন্সুলার সার্ভিস অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না, এমনকি ইউক্রেনে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের দেশে পাঠানোর বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়বে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত লোকজনের সঙ্গে খুবই নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রাখছে বিদেশ দফতর। তিনি বলেন, নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই সেখানে লোকজন কমানো হবে। এদিকে, ইংল্যান্ডের বিদেশ দফতর সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা 'রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান হুমকির' কারণে 'দূতাবাসের কিছু কর্মী এবং নির্ভরশীলদের' দেশে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এর আগে রাশিয়াকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলেক্সি রেজনিকভ বলেছেন, রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলে 'রক্তাক্ত গণহত্যা' হবে। হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, রাশিয়ানরাও কফিনে করে ফিরে যাবে।

পবিত্র কর

● প্রথম পাতার পর

পবিত্রবাবুকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ অযথা হয়রানি করছে।

এদিকে, পবিত্র কর ওই মামলা নিয়ে শাসক দল এবং ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। তবুও ধৈর্যের সাথে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ক্রাইম ব্রাঞ্চকে তদন্তে সহযোগিতা করেছি। তিনি অভিযোগ করেন, অমানবিক নির্যাতন করছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান থেকে কোনওভাবেই পিছু হটব না।

সংক্রমিত ২৬২

● প্রথম পাতার পর

বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৭৮ জন, উত্তর জেলায় ৪১ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪২ জন, ধলাই জেলায় ৩৫ জন, উনকোটি জেলায় ৩৯ জন, খোয়াই জেলায় ৬ জন এবং গোমতি জেলায় ১৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

শুভেচ্ছা

● আটের পাতার পর

ভারত সরকার এই দ্রত উন্নয়ন এবং প্রগতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যপাল এই শুভ মহর্তে ত্রিপুরা রাজ্যকে উজ্জল এবং সমৃদ্ধ বানানোর জন্য সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের মহান সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রত্যেক নাগরিকদেরই উচিত সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখে উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা।

'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার পাশাপাশি ক'ষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে আমাদের দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেত'ত্বের ফলেই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও দেশ আজ সার্বিক অর্থেই বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। উন্নয়নের এই ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে আমাদের প্রিয় রাজ্যকেও আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো মহান প্রজাতন্ত্র দিবসে এই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকর।

দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আমি তাদের প্রতি বিনম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি'।

২৬শে জানুয়ারি দেশের ৭০তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রাক লগে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী চক্রবর্তী বলেন, '১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর প্রণিত ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান ১৯৪৯ সনের ২৬শে নভেম্বর গৃহিত হলেও ১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই সংবিধান ভারতবর্ষে চালু হয় এবং সেই দিন থেকেই গণপ্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান সম্মত সুশাসন ব্যবস্থা বিশ্ব আঙ্গিনায় প্রশংসিত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে 'আজাদিকা অমৃত মহোৎসব'র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই বছর বাংলা মা'য়ের সুসন্তান, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সংগ্রামী তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করার অভিপ্রায় নিয়ে এই বছর ২৩শে জানুয়ারি থেকেই ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন শুরু হয়েছে।

ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জল প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রতিটি কার্যসূচি দেশপ্রেমী প্রত্যেকেই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করবেন- আমি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি'।

মার্চপাস্ট

● আটের পাতার পর

অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। রাজ্যের সব কটি থানা, নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প সহ সর্বত্র সর্তকতা জারি করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে বিএসএফের জওয়ানদের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সার্বিকভাবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আশা ব্যক্ত করেছেন।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

সংবিধান গৃহীত হয়। তারপর ত্রিপুরা 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা হয়। গণআন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘ লড়াইয়ে ১৯৭২ সালে ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো চলতি বছর পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তৎকালীন সময়ে যারা গণ আন্দোলন করে ত্রিপুরাকে রাজন্য শাসিত আমল থেকে মুক্ত করে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের শ্রদ্ধা জানাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ভার্চুয়াল ভাবে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করতে গিয়ে বারবারই রাজন্য আমলের গুরুত্ব তুলে ধরেন। কিন্তু রাজন্য আমল থেকে মুক্তি লাভ করে যে প্রক্রিয়ার যে সম্মিলিত প্রয়াস তার কোন উল্লেখ করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মনে হয়েছিল যেন পূর্ণ রাজ্যের জন্য রাজাদের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনগণের আন্দোলন অস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরার ইতিহাস বিকৃত করে গণতন্ত্রের প্রতি বিজেপি সরকারের অশ্রদ্ধা তুলে ধরেছেন। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু নয় বলে অভিযোগ করেছেন মানিক সরকার।

বিরোধী দলনেতা বলেন, ইতিহাস কিন্তু সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলি প্রধানমন্ত্রীর জানা দরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মোদির যুগলে গুজরাটে কি হয়েছে তা দেশবাসী জানে। অমিত শাহ বলেন ত্রিপুরার লক্ষ্য ২০৪৭ পর্যন্ত ত্রিপুরার উন্নয়নের রূপ রেখা ব্যাখ্যা করা। তিনি কমিউনিস্টের কটাক্ষ করেন। আসলে কমিউনিস্টদের কটাক্ষ করা তাদের রক্তে মিশে গেছে। মনে হয় যেন কমিউনিস্টরা দীর্ঘ ২৫ বছর রাজ্যে কোন রকম উন্নয়ন করেনি। কিন্তু রাজ্যে দীর্ঘ ২৫ বছরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে। বনজ সম্পদ, কৃষি কাজ এবং মৎস্য চাষের বিকাশ হয়েছে। আর তখন বিরোধীরা রক্ত খেলায় মেতে উঠেছিল। উন্নয়নের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াতে চেয়েছে। পরে জনগণকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয়। এখন সংকীর্ণ স্বার্থে বামেদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে তারা। দীর্ঘ চার বছরে কি করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সরকারটা ২৯৯ টা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কোনো প্রতিশ্রুতি কার্যকর করছে না। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর পিঠ চাপড়াচ্ছেন দিল্লি থেকে। বেকার সমস্যা, অনিয়মিত চাকুরিত কর্মীদের নিয়মিত করার দেখা নেই, রেগা মজুরি বৃদ্ধি পায়নি।

শুধু বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। গণত্রন্ত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্যে শুধুমাত্র শ্মশানের শান্তি বিরাজ করছে। এখন পর্যন্ত প্রায় গত চার বছরে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়নি। মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র লুটপাট হয়েছে রাজ্যে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ত্রিপুরার মানুষের অভিজ্ঞতার সাথে অমিল বলে জানান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন এখন ঘরে ঘরে মানুষ সরকার তাকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মানুষ বলছে কি ভুল করেছে এ সরকার এনে। মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। ভিশন ডকুমেন্ট রাজ্যের মানুষের মাথায় নিয়ে হাঁটবে নাকি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সুতরাং সরকারটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিযোগ করেছেন মানিক সরকার। তিনি আরও অভিযোগ করেন করোনায় যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের এককালীন দশ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে এখন আরও কোন কথা হচ্ছে না। একজনও এই টাকা পায়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা। তাছাড়া আগরতলা শহরে বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন মানিক সরকার। তিনি অভিযোগ করেছেন গরীব মানুষের রুটিরুজির উপর আঘাত আনা হচ্ছে।

নববধূ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক অগ্নিদগ্ধ সুনিতা মন্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

এদিকে মৃতদেহ বর্তমানে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয় ময়না তদন্তের জন্য। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ হাসপাতালে এসে ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে মৃত গৃহবধূর স্বামী সুকান্ত সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

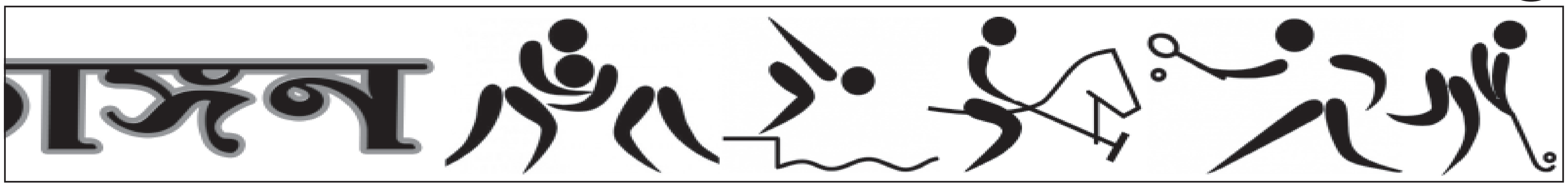

আইসিসির একদিনের ক্রিকেটে বর্ষসেরা বাবর আজম, সেরা আম্পায়ার এরাসমাস

দুবাই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): আইসিসির বিচারে একদিনের ক্রিকেটে বর্ষসেরা খেলোয়াড় হলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। ২০২১ সালে যদিও মাত্র ৬টা ওয়ান ডে খেলেছেন তিনি। কিন্তু দুটো আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে সিরিজেই পাকিস্তানের হয়ে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন অধিনায়ক। সেই কথা মাথায় রেখেই তাঁকে বর্ষসেরা বাছা হল। পাশাপাশি , সেরা আম্পায়ার নির্বাচিত হয়েছেন এরাসমাস মারায়িস এরাসমাস।

গত মরসুম থেকে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে পাক অধিনায়ক। টেস্ট হোক আর ওয়ান ডে, টি-টোয়েন্ট তাঁর ব্যাটে খরা নেই। গত বছর সব দেশই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে টি-টোয়েন্টিতেই বেশি ফোকাস করেছিল। তার মাঝেই দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটো ওয়ান ডে সিরিজ খেলেছিল পাকিস্তান। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে মোট ২২৮ রান করেছিলেন বাবর। প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে ছিল সেঞ্চুরি। ম্যাচের সেরাও ছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ সিরিজ হারলেও ছাপ রেখেছিলেন তিনি। টিমের বাকি ব্যাটাররা যখন ব্যর্থ, তখন মোট ১৭৭ রান করেন। সব মিলিয়ে দুটো সিরিজে ৪০৫ রান করেছিলেন বাবর। গড় ৬৭-৫০।

গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তান সে ভাবে পারফর্মই করতে পারেনি। অতীতের ছায়াও ছিল না তাদের ক্রিকেটে। বাবরের হাত ধরে যেন গ্রিন আর্মি নতুন করে জেগে উঠছে। টিমকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে যেমন পারফর্ম করছেন, তেমনই একটা নতুন টিমও খাড়া করছেন, যাঁদের হাত ধরে সাফল্যের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে পাকিস্তান। সে দিক থেকে দেখলে পাক ক্রিকেটে এখন তিনি আইকন।

এদিকে, বাবরের পাশাপাশি বর্ষসেরা আম্পায়ার হলেন মারায়িস এরাসমাস। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে আম্পায়ারের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। সদ্য ১০০তম টেস্টও খেলিয়েছেন তিনি। সেই তাঁকেই বর্ষসেরা আম্পায়ার বাছল আইসিসি। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আইসিসির সেরার সেরা মহিলা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন মন্ধনা

দুবাই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): আইসিসির বর্ষসেরার পুরস্কারে ভারতের পতাকা তুলে ধরলেন মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ওপেনার স্মৃতি মন্ধনা। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন মন্ধনা। মহিলা ক্রিকেটে আইসিসির সর্বোচ্চ পুরস্কারের লড়াইয়ে ছিলেন লিজেল লি, ট্যামি বিউমন্ট, গ্যাবি লুইসরাও। তবে বাকিদের পিছনে ফেলে এবছর রাচেল ফ্লিন্ট ট্রফি জিতলেন স্মৃতি। ব্যক্তিগত পুরস্কারে মন্ধনাই ভারতের একমাত্র খেতাবজয়ী।

২০২১ সালে তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে ২২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৩৮.৮৬ গড়ে ৮৫৫ রান সংগ্রহ করেন মন্ধনা। সেঞ্চুরি করেন ১টি। তিনি হাফ-সেঞ্চুরি করেন ৫টি। সেই সুবাদেই স্মৃতি মন্ধনার মাথায় ওঠে বর্ষসেরার মুকুট।

মন্ধনা এবার আইসিসির বর্ষসেরা মহিলা টি-২০ ক্রিকেটারের দৌড়েও নাম লিখিয়েছিলেন। তবে শেষমেশ তাঁকে টেক্কা দিয়ে ইংল্যান্ডের ট্যামি বিউমন্ট সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটের ব্যক্তিগত খেতাব জেতেন। এবার সেই বিউমন্টকে পিছনে ফেলে রাচেল ফ্লিন্ট ট্রফির দখল নিলেন মন্ধনা।

লিজেল লি তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে সেরার সেরা হতে না পারলেও আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন। মন্ধনা এবছর আইসিসির বর্ষসেরা টি-২০ দলেও জায়গা করে নিয়েছেন। —হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে মন্থর বোলিং, মোটা জরিমানা রাহুলদের

দুবাই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): মন্থর বোলিংয়ের জন্য মোটা জরিমানা করা হল ভারতীয় দলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে হেরেছে ভারত। খুইয়েছে সিরিজও। মন্থর বোলিংয়ের জন্য ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আইসিসি-র এক বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেটারদের ৪০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা করা হয়েছে। আইসিসি-র নিয়মানুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ ওভার শেষ করতেই হবে। না হলে, নির্ধারিত সময়ের পর যতগুলি ওভার বাকি থাকবে, প্রতিটির জন্য ২০ শতাংশ করে ম্যাচ ফি জরিমানা করা হবে। রবিবার ভারতীয় বোলাররা নির্ধারিত সময়ে দু'ওভার কম বল করেছিলেন।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক কেএল রাহুল অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং শাস্তি মেনে নিয়েছেন। ফলে এর কোনও শুনানি হবে না। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ২৮৭ রানে অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে চার রান দূরেই শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস। এক দিনের সিরিজে চুনকাম হয়েছে ভারত।

আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট

দুবাই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): ২০২১ সালে সেরা টেস্ট ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করল আইসিসির। সোমবার বিশ্বক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার তরফে সেরা টেস্ট ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করা হল। লাল বলের ক্রিকেটে, আইসিসির বিচারে সেরা টেস্ট ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট।

সেরা হওয়ার দৌড়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক রুটের পাশপাশি ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক দিমুথ করুণারত্নে এবং নিউজিল্যান্ড অলরাউন্ডার কাইল জেমিসনও ছিলেন। তবে এক নজির গড়া বর্ষের সুবাদে সেরার সেরা হলেন রুটই। ২০২১ সালে টেস্টে রুটের পরিসংখ্যান চমকপ্রদ। ১৫টি টেস্টে, ছয়টি শতরানসহ রুট মোট ১৭০৮ রান করেন। টেস্ট ইতিহাসে এক ক্যালেন্ডার বছরে, রুটের থেকে কেবল মহম্মদ ইউসুফ এবং ভিভ রিচার্ডসই অধিক রান করেছেন।

একদিকে যেখানে ইংল্যান্ডের গোটা ব্যাটিং লাইন আপ বছরভর একের পর এক লজ্জার নজির গড়েছে, সেখানে ভারতের মাটি হোক বা ইংল্যান্ডের সুইং সহায়ক পরিবেশ, বা অস্ট্রেলিয়ার বাউন্স সহায়ক পিচ, রুটের ব্যাট সব জায়গায় কথা বলেছে। আর তাও যদি যথেষ্ট না হয়, তখন বল হাতেও রুট ভারতের মাটিতে পাঁচ উইকেটসহ ২০২১ সালে মোট ১৪টি উইকেট নিয়েছেন। সুতরাং, নিঃসন্দেহে সেরা টেস্ট ক্রিকেটার হওয়ার যোগ্য দাবিদার ইংল্যান্ড টেস্ট অধিনায়ক।–

প্রিমিয়র লিগে ম্যাচ চলাকালীন ড্রোন হানা, সাময়িক বন্ধ হল খেলা

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রিমিয়র লিগে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা। প্রিমিয়র লিগে ম্যাচ চলাকালীনই স্টেডিয়ামের উপরে দেখা মেলে ড্রোনের। আর তার জেরেই সাময়িক বন্ধ করতে হল প্রিমিয়র লিগে ব্রেন্টফোর্ড বনাম উলভারহ্যাম্পটনের ম্যাচ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে জড়াল লিগ। ম্যাচে তখন খেলা হয়েছে মাত্র ২৮ মিনিট। ব্রেন্টফোর্ডের ঘরের মাঠ ব্রেন্টফোর্ড কমিউনিটি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। সেই সময়তেই মাঠের উপর দিয়ে একটি ড্রোন উড়ে আসতে দেখা যায়। বাধ্য হয়েই ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন রেফারি পিটার ব্যাঙ্কস। ফুটবলারদের সাজঘরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। রেফারির এই নির্দেশের পরে প্রায় ১৬ মিনিট ম্যাচ বন্ধ ছিল। তারপর অবশেষে শুরু হয় ম্যাচ। ম্যাচের ফলাফল তখন গোলশূন্য ছিল।

উল্লেখ্য প্রিমিয়র লিগের নিয়ম অনুযায়ী স্টেডিয়ামের উপরে বা স্টেডিয়াম সন্নিহিত অঞ্চলের আকাশে ড্রোন দেখা গেলে ম্যাচ তখনই বন্ধ করে দিতে হবে। ফুটবলারদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। কারণ সেই ড্রোন থেকে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। অনেক সময় বর্তমান যুগে টেকনোলজির ব্যবহার করে সরাসরি খেলা দেখানোর অসাধু উপায় হিসাবেও ড্রোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটন ২-১ গোলে হারিয়েছে ব্রেন্টফোর্ডকে।--- হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

মাঠে নামলেও ছন্দহীন মেসি, পিএসজির হয়ে প্রথম গোল রামোসের

প্যারিস, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবার রেমঁ-র বিরুদ্ধে প্যারিস সঁ জঁ-র হয়ে ফের মাঠে নামলেন লিওনেল মেসি। যদিও আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার গোল পেলেন না। তবে তাঁর দল ৪-০ ব্যবধানে জিতল। ক্লাবের হয়ে প্রথম বার গোল পেলেন সের্জিও রামোস, যিনি গত অগস্টেই রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে পিএসজি-তে যোগ দিয়েছিলেন। বড়দিনের সময় করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন মেসি। এরপর চোটের কারণে পিএসজি-র হয়ে গত দু'টি ম্যাচে দেখা যায়নি তাঁকে। রবিবার মাঠে ফিরলেও পুরনো ছন্দে ছিলেন না। কিন্তু পিএসজি-র জিততে সমস্যা হল না। প্রথমার্ধে পিএসজি-কে এগিয়ে দিয়েছিলেন মার্কো ভেরাত্তি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন রামোস। ড্যানিলো পেরেরা দলের চতুর্থ গোল করেন। মাঝে বিপক্ষের আত্মঘাতী গোলে পিএসজি-র ব্যবধান বেড়েছিল।রামোস গোল পাওয়ায় বেশি খুশি পিএসজি কোচ মৌরিসিয়ো পচেত্তিনো। বলেছেন, "একজন ফুটবলার যে খুব বেশি গোল করে না, তার নাম যখন স্কোরশিটে থাকে তখন ভাল লাগে।" রামোস নিজে বলেন, "পুরো ম্যাচ খেলতে পেরে খুশি। তবে আরও বেশি খুশি ক্লাবের হয়ে প্রথম গোল করতে পেরে। আশা করি আরও অনেক গোল করতে পারব।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

তিন ফর্ম্যাট মিলিয়েআইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার শাহিন আফ্রিদি

দুবাই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.):তিন ফর্ম্যাট মিলিয়েআইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতলেন শাহিন আফ্রিদি। জো রুট, কেন উইলিয়ামসনের মত মহাতারকাদের পিছনে ফেলে স্যার গ্যারি সোবার্সট্রফি জিতলেন পাকিস্তানের তরুণ পেসার শাহিন আফ্রিদি। শাহিন এক্ষেত্রে পিছনে ফেলে দেন স্বদেশীয় মহম্মদ রিজওয়ানকেও। শাহিন আফ্রিদি ২০২১ সালে টেস্ট, ওয়ান ডে ও টি-২০, তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে মোট ৩৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাঠে নামেন। ২২.২০ গড়ে তিনি ৭৮টিউইকেট নেন। সেরা বোলিং ৫১ রানে ৬ উইকেট।

পুরস্কারের দৌড়ে যাঁদের পিছনে ফেলে দিলেন আফ্রিদি, সেই রুট, উইলিয়ামসন ও রিজওয়ানের পারফর্ম্যান্সও ছিল চমকপ্রদ। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে ২০২১ সালে মোট ১৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাঠে নেমে ৫৮.৩৭ গড়ে ১৮৫৫ রান সংগ্রহ করেন রুট। যদিও তাঁর বেশিরভাগ রানই আসে টেস্ট থেকে। সারা বছরে ৬টি আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি করেন রুট। অন্যদিকে, কেন উইলিয়ামসন ২০২১ সালে তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে মোট ১৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৪৩.৩১ গড়ে ৬৯৩ রান সংগ্রহ করেন। সেঞ্চুরি করেন ১টি। ক্যাপ্টেন হিসেবে নিউজিল্যান্ডকে টেস্টে চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব এনে দেওয়া ছাড়াও দলকে টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলেন তিনি।

আইসিসি বর্ষসেরা টি-২০ ক্রিকেটার রিজওয়ান

দুবাই, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): আইসিসির বিচারে বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পারফরম্যান্স বিবেচনা করে পাকিস্তানি উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে এই সম্মানে ভূষিত করে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বর্ষসেরার লড়াইয়ে রিজওয়ান পেছনে ফেলেছেন ইংল্যান্ডের জস বাটলার, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ ও শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে।

রিজওয়ান গত বছর ২৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন। যেখানে ৭৩.৬৬ গড়ে রান করেছেন ১৩২৬। এছাড়া উইকেটের পেছনে ডিসমিসাল আছে ২৪টি।

পাকিস্তানি তারকা এ ব্যাটার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি এক বছরে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ড ভেঙে ফেলেছিলেন গত বছরের জুলাই মাসেই।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The **Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura** invites on behalf of the Hon'ble Mayor Agartala Municipal Corporation" **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms /Agencies of appropriate class of Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Other State PWD **up** to 2.00 P.M. on 04-02-2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWN-LOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWN-LOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
01	Providing supply and installation of LED Rope light including all accessories and circuit wiring along with panel for beautification of Agartala City from Bidurkarta Chowmuhani to North Sate (both side of Road) under Agartala Municipal Corporation. **DNIeT No: EE (Elect)/AMC/77/ 2021 -22**	₹ 5,79,420.00	₹ 5,794.00	30 (Thirty) days	Date 04-02-2022 Time: 14:00 Hrs.	Date 04-02-2022 Time: 16:00 Hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
02	Providing supply and installation of LED Rope light including all accessories and circuit wiring along with panel for beautification of Agartala City along V.I.P Road starting from Old Rajbhavan upto Mukut Bipani Bitan, Lichu Bagan under Agartala Municipal Corporation. **DNIeT No: EE (Elect)/AMC/78/ 2021-22**	₹ 7,00,492.00	₹ 7,005.00					

For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 73/EE/DWS/DMN/2021-22

The **Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tende**r from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to **3.00 P.M. on 09 -02 -2022** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	**DNIe-T No: 216/EE/DWS/ DMN/2021-22.**	**Rs. 19,10,904.00**	**Rs. 19,109.00**	**30 days**	**Appropriate Class**
2	**DNIe-T No: 217/EE/DWS/ DMN/2021-22.**	**Rs. 17,62,216.00**	**Rs. 17,622.00**	**30 days**	**Appropriate Class**
3	**DNIe-T No: 218/EE/DWS/ DMN/2021-22.**	**Rs. 52,37,620.00**	**Rs. 52,376.00**	**120 days**	**Appropriate Class**
4	**DNIe-T No: 219/EE/DWS/ DMN/2021-22.**	**Rs. 52,37,620.00**	**Rs. 52,376.00**	**120 days**	**Appropriate Class**

- ➢ Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 09-02 -2022 *up to 15.00 Hrs*
- ➢ Date and Time for Opening of BID: 09-02-2022 *at 16.00 Hrs*
- ➢ Document Downloading and Bidding at Application : *https://tripuratenders.gov.in*
- ➢ Bid Fee : Rs. 1,000.00 only for Sl. No. 1 & 2, Rs. 2,500.00 *(non refundable).*

All details are available in the ***https://tripuratenders.gov.in***

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/- Illegible
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-3469/2021-22

NOTICE

Subject:- Conducting of interview for engagement of different categories of supporting staff viz Cook-Cum- Helper. Water Carrier and Night Guard in vacant post of the Boarding under Khowai Sub- Division during the year 2021-22.

Reference :- Memorandum of the Office oi the Directorate of Secondary Education, Government of Tripura Vide No. F-.8 (11-38)/SE/Stipend/2020(L-ll)/dated 14/12/2021.
The detailed interview schedule is mentioned below:-

Sl No	Name of Hostel/Venue of interview	Attached to	Scheduled Date	Name & No of post	Time
1	Srinath Vidyaniketan ST Boys Hostel	Srinath Vidyaniketan HS Hostel	**31/01/2022**	Cook- Cum-Helper- 1 Night Guard-1	**11.00AM**
2	Khowai Govt ST Boys Hostel	Khowai Govt. HS School	**31/01/2022**	Cook- 1 Night Guard-1	**2.00PM**
3	Behalabari ST Boys Hostel	Behalabari HS School	**02/02/2022**	Cook- Cum-Helper- 1 Water Carrier-1 Night Guard-1	**11.00AM**
4	Tulashikhar Rajnagar ST Boys Hostel	Tulashikhar Rajnagar HS School	**01/02/2022**	Cook- Cum-Helper- 1	**2.00PM**
5	Tulashikhar Rajnagar ST Girls Hostel	Tulashikhar Rajnagar HS School	**01/02/2022**	Cook- 1 Water Carrier-1 Night Guard-1	**11.00AM**
6	Birchandrapur ST Boys Hostel	Birchandrapur HS School	**03/02/2022**	Cook- Cum-Helper- 1	**3.30PM**
7	Ampura ST Girls Hostel	Ampura HS School	**03/02/2022**	Night Guard-1	**11.00AM**
8	Ratanpur ST Girls Hostel	Ratanpur HS School	**03/02/2022**	Water Carrier-1	**2.00PM**
	Total:-			**14**	

Terms & Conditions: - The following terms and condition will be strictly followed at the time of of the 4 (four) categories of support staff.

i) The engagement does not confer any right to regular appointment in future.
ii) Continuation of the engagement would depend only on the basis of performance in duties.
iii) The Sub- Division level Boarding House Committee will ensure the fitness of the person (S) for all categories of support staff while selecting the candidates.
iv) Preference will be given to the local candidates.

The applicants must appear before the interview Board on the respective date and time at the chamber of the H.Ms of schools concerned with all relevant documents in original along with receipt of application submission. No separate call letter will be issued for this purpose.

Sd/- Illegible
Sub- Divisional Welfare Officer
Khowai: Tripura

ICA-D-1682/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

টিএসআর ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মাটি চাপা পড়ে গুরুতর দুই শিশু চুড়াইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় মাটি চাপা পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে দুই শিশু। ঘটনা সোমবার দুপুর নাগাদ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। স্থানীয় লোকজন এবং দমকল বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় আহত দুই শিশুকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদেরকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ওই দুই শিশু ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্থানীয় সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনা চুড়াইবাড়ির খাদিমপাড়া কুর্তা গাছ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এলাকায়। ঘটনার পরপরই খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল বাহিনীকে। সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই শিশুকে উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসকদের পরামর্শে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে আহত দুই শিশুকে ভর্তি করা হয়েছে। শিশু দুটির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

নতুন ভারত নতুনত্ব থেকে পিছপা হয় না সাহসই বর্তমানে দেশের পরিচয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন ভারত নতুনত্ব থেকে পিছপা হয় না, সাহস ও দৃঢ়প্রত্যয়ই বর্তমান ভারতের পরিচয়। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দুপুরে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনাদের সঙ্গে কথা বলে ভীষণ ভালো লাগছে। আপনাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও জানতে পারলাম। তরুণ বন্ধুরা আপনাদের পাওয়া পুরস্কার একটি বিশেষ কারণে বিশেষ, দেশ বর্তমানে স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর উদযাপন করছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনারা এই পুরস্কার পেয়েছেন।' সকলের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের অনেক দায়িত্বও বাড়ল। এখন থেকে বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও সমাজের সকলের আপনাদের কাছে থেকে প্রত্যাশাও বেড়েছে। এই প্রত্যাশা থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই সময়টি অতীত নিয়ে গর্ব করার ও শক্তি অর্জন করার। এই সময় বর্তমান সংকল্পগুলি পূরণ করার, ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখার, নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করার এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে চলার।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'যে সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের আগে অনুমতি ছিল না, তাঁরা এখন বিস্ময়কর কাজ করছেন। এটাই তো সেই নতুন ভারত, যা নতুনত্ব থেকে পিছপা হয় না, সাহস ও দৃঢ়প্রত্যয়ই বর্তমান ভারতের পরিচয়।' নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পড়াশোনা আরও সহজ হবে। শিক্ষানীতিতে বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে যাতে আপনি আপনার পছন্দের বিষয়ে পড়তে পারেন।'

প্রজাতন্ত দিবস উদযাপনে রাজ্যে জোরদার নিরাপত্তা কোভিড বিধিনিষেধ মেনে এবছরও বন্ধ মার্চপাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমান্তে টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি শহরাঞ্চলে বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি করা হচ্ছে। সন্দেহ হলেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তাতে, প্রজাতন্ত্র দিবসে ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশ্নে সমস্ত আয়োজন করেছে আরক্ষা দফতর। কোভিড বিধিনিষেধের কারণে এবছরও অসম রাইফেলস ময়দানে মার্চপাস্ট হবে না।

প্রসঙ্গত, ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। ত্রিপুরায় প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে আসাম রাইফেলস ময়দানে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই এ ধরনের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল। এবছর পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস সহ অন্যান্য বাহিনীর মোট দশটি প্লাটুন মহড়া প্রদর্শন করবে। তবে, কোভিড বিধিনিষেধের কারণে এবছরও অসম রাইফেলস ময়দানে মার্চপাস্ট হবে না, বলেন তিনি। কিন্তু, কোভিড বিধি মেনে জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে অসম ময়দান, যোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, পুরো ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত জেলায় নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্তে বিএসএফ কড়া নজরদারি রাখছে ঠিকই। সাথে ত্রিপুরা পুলিশও নজরদারি বাড়িয়েছে। তাঁর দাবি, গোয়েন্দাদের গতিবিধি বাড়ানো হয়েছে। তাঁদের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত ত্রিপুরা পুলিশ। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কঠোর নজরদারি রাখা হয়েছে।

এদিকে, আরক্ষা প্রশাসনের তরফে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যানবাহন তল্লাশি চালানো হলেও কোথাও থেকে কোনো অস্ত্রশস্ত্র বা আপত্তিকর কোনো জিনিসপত্র উদ্ধার হয়নি। যানবাহনে করে যাতে কোনো ধরনের অস্ত্রশস্ত্র গোপন করা যেতে না পারে সেজন্যই এই ধরনের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, এই দিনটি আমাদের দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। গণতান্ত্রিক দেশ বানানোর জন্য ২৬ শে নভেম্বর১৯৪৯ সনের ভারতের সংবিধান সভা দ্বারা গৃহিত সংবিধান এই দিনে ১৯৫০ সনে লাগু করা হয়েছিল।

তিনি এই শুভ দিনে সৎ এবং আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে যারা দেশের ভূমি, সমুদ্র এবং আকাশ সীমান্ত রক্ষা করে আসছেন সেইসব স্বশ' বাহিনী, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর সাহসী বীর জওয়ানদের প্রতি ক'ত'তা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের বিকাশ দেশের প্রতিটি অংশের বিকাশের উপর নির্ভর করে। উত্তর পূর্বা'লের বিকাশ ছাড়া ভারতের বিকাশ অসম্পর্ণ। তাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিককে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ জানুয়ারি।। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন। ভারেতর ছাত্র ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করে। সোমবার সকালে দক্ষিন জেলা শিক্ষা আধিকারিক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাসের নিকট ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে এদিনের ডেপুটেশন।

সাত দফা দাবি গুলো হল কোভিড বিধি মেনে ছাত্র ছাত্রীদের হোষ্টেল গুলি চালু রাখতে হবে,বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে নির্দিষ্টি সময়ের আগে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, পরীক্ষার সময়ে ছাত্র ছাত্রীদের যাতে কোভিড সংক্রমণ না ঘটে তা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট সতর্কতা মুলক পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে,কোভিড পরিস্থিতিতে ছাত্র ছাত্রীদের সমস্ত প্রকারের ফি মুকুব করতে হবে, এ ছাড়া অন্যান্য দাবি সহ মোট সাতদফা দাবী নিয়ে এদিনের প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন।

ডেপুটেশন শেষে সংগঠনের বিভাগীয় সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার জানান জেলা শিক্ষা আধিকারিক তাদের দাবী গুলোর মান্যতা দিয়েছেন,ছাত্র ছাত্রী দের স্বার্থে এদাবি গুলোর মান্যতা দিয়ে কাজ শুরু করবেন। প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে ছিলেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার, বিজয়ন্ত ভৌমিক, রোহিত রায়,সহ সংগঠনের নেতৃত্বরা।

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় ছয় জন গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত গভীর রাতে রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর এলাকায় একটি দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে চালক। আটক করা যায়নি। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সেখান থেকে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শালবাগান এলাকায় নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে স্বামী স্ত্রী এবং কন্যা বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চন্দন দাস নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে নেমন্ত্রণ খেয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই একটি দ্রুতগামী বাইক এসে তাদেরকে ধাক্কা দেয়। তাতে তিনজনই আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে, আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে বড়মুড়া এলাকায় সোমবার সকালে গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে বাইক চালক সহ দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জানুয়ারি।। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠীত হয় এক বস্ত্র দান অনুষ্ঠান ও যোগদান অনুষ্ঠান। আগামী ২৩ শের বিধানসভানির্বাচনকে সামনেরেখে সংগঠনকে শক্তিশালী করেগড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজকরেযাচ্ছে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির নেতৃত্বরা। এরইমধ্যে এই শীতের কনকনে ঠান্ডাথেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে এক সামাজিক কর্মসূচী হাতেনেওয়াহয়েছ।

৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে তুরমা এডিসি ভিলেজের নসদ্য পাড়াতে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এলাকার ২৫ পরিবারের লোকজনদের মধ্যে কম্বল বিতরন করাহয়। কম্বল বিতরন শেষে যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক যোগদানসভা। এই যোগদানসভায় ১৭ পরিবারের ৬৩ জন ভোটার সি পি আই এম ও তিপ্রামথা দলত্যাগকরে বিজেপিতে যোগদানকরে। দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকাদিয়ে বরনকরেনেন ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির যুবমোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী। বিজেপি কতৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মন্ডলের যুব মোর্চার সহ সভাপতি অভিনন্দন ত্রিপুরা, জনজাতি মোর্চার মন্ডল সভাপতি উদিনা মগ চেঁধুরী, এস সি মোর্চার মন্ডল সভাপতি সুমন দাস সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

পূর্বচরকবাই গ্রামপঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে কর্মসংস্কৃতি লাটে, জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ জানুয়ারি।। পূর্বচরকবাই গ্রামপঞ্চায়েত কার্যালয়ে অফিস কর্মীদের খামখেয়ালীপনায় লাঠে উঠেছে পরিষেবা এমনটাই অভিযোগ। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর ব্লকের অধীনে থাকা বাইখোড়ার পূর্বচরবাই গ্রামপঞ্চায়েতে দুইজন সেক্রেটারী থাকাসত্বেও উনাদের খামখেয়ালীপনায় ও অফিস কর্মীসহ প্রধান উপপ্রধানের খামখেয়ালীপনার স্বীকারহয়েছে এই পঞ্চায়েতটি এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। পূর্বচরকবাই গ্রামপঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে বিগতদিনেও নানান অভিযোগ উঠে এসেছে। সোমবার এই অভিযোগে সত্যত্যার খোঁজ পাওয়াগেলো। অফিসের সময় অতিক্রান্ত হবারপরোও দেখাযায় বন্ধহয়েরেছে পঞ্চায়েত কার্যালয়। পঞ্চায়েতে গ্রামের লোকজনেরা এসে তালা খোলার জন্য দীর্ঘ সময় বসেথাকতেহয়। এইনিয়ে এলাকাবাসীরা সংবাদমধ্যমের সামনে জানান অফিস কর্মীদের দেরিতে আসা ও পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কাজসম্পর্কে এলাকার প্রধান উপপ্রধানকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সোমবার বেলা ১১ টা বাজার পর অফিসে হেলেদুলে এসেছেন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী অনিতা নন্দী। সেক্রেটারী নেপাল শীল অফিসে এসে পৌঁছাননি এমনটাই চিত্র লক্ষ্যকরাগেলো। উনাদের দেরিতে আসা সম্পর্কে জানতে চাইলে উনারা কোনোপ্রকার সৎউত্তর দিতে পারেননি। অফিসের এক কর্মীজানান নেপাল শীল প্রতিনিয়ত গাড়ীকরে যাতায়ত করে তাই উনিদেরিতে আসেন। পঞ্চায়েত কার্যালয়ের এইধরনের পরিষেবায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। সকলে চাইছে ব্লক আধিকারিক এই বিষয়ে দ্রুততার সহিত সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনকরোক। এখন দেখার বিষয় লোকজনের সুবিধার্থে ও পঞ্চায়েত কার্যালয়কে সঠিকভাবে পরিচালনারজন্য ব্লক আধিকারিক কিপ্রকার পদক্ষেপগ্রহনকরে।

কদমতলায় দিন দুপুরে গৃহবধূর মুখে স্প্রে ছিটিয়ে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ জানুয়ারি।। দিন দুপুরে এক গৃহবধুর মুখে স্প্রে দিয়ে সম্মোহন করে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় কদমতলা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তরের কদমতলা থানাধীন পালপাড়া এলাকায়। জানা গেছে সোমবার দুপুর একটা নাগাদ সানীয় এলাকায় অপরিচিত দুই যুবককে বাইক নিয়ে ঘুরাফেরা করতে দেখে সানীয়দের মনে সন্দেহ হয়।

তখন তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, ব্লিচিং পাউডার কোম্পানি থেকে এসেছে।তাতে মানুষ কোন পাত্তা দেননি। কিন্তু সুযোগ বোঝে সানীয় এলাকার গৃহবধূ সুপর্ণা পালের বাড়িতে ঢুকে ঐ দুই যুবক। গৃহবধূকে জানায় তারা নাকি স্বর্নের চেইন পরিষ্কারের কাজ করে। মহিলার সাথে কথার ছলে অপরিচিত দুই যুবক আচমকা গৃহবধূ ও তার ছেলের নাকে একটি স্প্রে মারে।তারপর মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন পরিষ্কারের বাহানায় খুলে চম্পট দেয়। কিন্তু গৃহবধূ ও তার ছেলে সম্মোহন হয়ে সবকিছু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেও প্রতিবাদের শক্তি হাড়িয়ে বসেন। পরবর্তীতে ঘটনাটি চাউর হতেই ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ। যদিও ঘটনাটি কদমতলা থানার নাকের ডগায় সংঘটিত হয়েছে।

পুলিশ অকুস্থলে এসে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে একটি ছিনতাইয়ের মামলা হাতে নিয়েছে। অপরদিকে গৃহবধূ সুপর্ণা পাল জানান, অপরিচিত দুই যুবক তার মুখে কিসের একটি স্প্রে মেরে সম্মোহন করে তার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায়। যদিও তাদের পক্ষে প্রতিবাদ বা চিৎকার দেওয়ার মতো কোন শক্তি ছিলনা।

গৃহবধূ আরো জানান,তার গলায় দুই বড়ি স্বর্ণের চেইন ছিনতাই বাজরা নিয়ে গেছে। উক্ত চেইনের মূল্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে বলেও জানান গৃহবধূ।তবে দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় সানীয় থানার ভূমিকা নিয়েও রিতিমত প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকায় একাংশে পানীয় জলের সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জানুয়ারি।। সুখা মরশুম জনিত কারণে গোমতী নদীতে জলের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে, সেই কারণে বনদোয়ারস্থিত পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জল পরিশোধন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।সেই প্যান্টের উপর নির্ভরশীল উদয়পুর পুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই পানীয় জলের সমস্যা নিরসনের জন্য আজ বন্দুয়ারস্থিত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন উদয়পুর পুর পরিষদ এর পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার সহ পানীয় জল দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এস ডি ও সহ বিভিন্ন প্রকৌশলীগণ।

কিভাবে আপাতত জনগণের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে তারা চিন্তাভাবনা করছেন।কিন্তু সে সমস্যা নিরসনে তিন থেকে পাঁচ দিন সময় লাগতে পারে বলে প্রকৌশলীরা অভিমত ব্যক্ত করেন। তাই উদয়পুর পুর পিতা জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের বলেন আপাতত পুর এলাকায় যে সকল স্থানে এই ট্রিটমেন্ট প্লান্টের জল পৌঁছায় সে সকল স্থানের পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে পুর পরিষদ থেকে একটি ট্যাংকের ব্যবস্থা করা হবে পাশাপাশি পানীয় জল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে তিনটি ট্যাংকারের ব্যবস্থা করে বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে বক্তারা জানিয়েছেন।

দপ্তরের আধিকারিকগন প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন ,মাইক যোগে জনগণকে সচেতন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সে ব্যাপারেও দপ্তর আধিকারিকগন সম্মতি জানিয়েছেন।পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হয়।

আগরতলা পুর নিগম এলাকায় মহিলাদের নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। ছবি নিজস্ব।

খোয়াই কলেজে নবীন বিদ্যার্থী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ জানুয়ারি।। সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে খোয়াই দশরথদেব মেমোরিয়াল কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে আজ এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো নবীন বিদ্যার্থী উৎসব। দশরথদেব মেমোরিয়াল কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত। আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেবী সরস্বতী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অমিত রক্ষিত সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণ।

এদিন আলোচনা করতে গিয়ে অমিত রক্ষিত বলেন, কলেজে পড়াশোনার সাথে সাথে জানার আগ্রহ বাড়াতে ও নিজেদের ভবিষ্যত তৈরী করার মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মনিষীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানান। পাশাপাশি দেশসেবায় নিজেদের নিয়োজিত হতে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার বলেন, সরকার আমাদের প্রতিটি মানুষ ও বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে সরকার ব্যপকভাবে কাজ করছে। কাজেই সরকার প্রদত্ত সুফলগুলো কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যত গড়ার ক্ষেত্রে নিজেদের আন্তরিক হতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এদিন কলেজের ছাত্র দেবাঞ্জন বিশ্বাস, কলেজের টিচার কাউন্সিলের সেক্রেটারী ড় সত্যদেব মিশ্র আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড় ভুষন চন্দ্র দাস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।